ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা

ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৬৬
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثية فقهية

تأليف: الدكتور حافظ بن محمد الحكمي

الترجمة البنغالية : محمد عبد الرحيم

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি.
ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

Jamatbaddho jibon japoner Oporiharjota by **Dr. Hafez bin Muhammad al-hakamee**, Translated into Bengali by Muhammad Abdur Raheem. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী রচিত الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثية فقهيـــة বইটির বঙ্গানুবাদ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা' সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।* ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ খৃঃ)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বইটি সঊদী আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার গবেষণা পত্রিকা 'মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়াহ'তে *(সংখ্যা ৭৬, রজব-শাওয়াল ১৪২৬ হিঃ)* প্রকাশিত হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে সম্মানিত লেখক জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা এবং নেতার আদেশ শ্রবণ ও মান্য করার ব্যাপারে সর্বমোট ৩০টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলির ফিকহী পর্যালোচনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এতে হাদীছে বর্ণিত জামা'আতের অর্থ ও উদ্দেশ্য, কিয়ামত পর্যন্ত হক্বপন্থী জামা'আতের টিকে থাকা, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন জনতা একটি বিশেষ লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হ'লেই তাকে 'জামা'আত' বলে। জামা'আত গঠনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। মসজিদ ভর্তি মুছল্লী থাকলেও যদি ইমাম না থাকে, তাকে যেমন জামা'আত বলা হয় না। তেমনি মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও

'ইমাম' বলা হয় না। সেকারণ তিনজনে একটি সফরে বের হ'লেও সেখানে একজনকে 'আমীর' নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামা'আতে ছালাত হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের অংশ। জামা'আত চলা অবস্থায় ইমামের আনুগত্য না করলে যেমন মুক্তাদীর ছালাত কবুল হয় না, জামা'আতবদ্ধ জীবনে আমীরের আনুগত্য না করলে হাদীছের ভাষায় তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু। জামা'আতবদ্ধ জীবন মানুষের স্বভাব ধর্মের অংশ। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র নেতৃত্ব ও আনুগত্য রয়েছে। যা ব্যতীত সবই অচল। সেই সাথে রয়েছে আনুগত্যের বিশ্বস্ততার জন্য শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা। রয়েছে শপথ ভঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা। তেমনি সুশৃংখলভাবে সংগঠন পরিচালনা ও সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনের স্বার্থে রয়েছে আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের ব্যবস্থা। যা সাধারণ অঙ্গীকারের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। তাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী।

একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ'লে মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাক বা না থাক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সর্বাবস্থায় জামা'আত ও 'আমীর' থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত থাকল না, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৮৫১)*। এর অর্থ সে কুফরী হালতে মৃত্যুবরণ করবে না বটে, কিন্তু তার জীবন হবে বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারী জীবন। অতএব সকল প্রকার মা'রূফ বা শরী'আত অনুমোদিত কাজে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য ফরয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর

যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল' *(বুখারী হা/৭১৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫ (৩৩))*। 'আমার আমীর' বলার মধ্যে বুঝা যায় যে, আমীরকে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসারী হ'তে হবে। আর এরূপ ইমারত ও জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত থাকে *(নাসাঈ হা/৪০২০)*। রাষ্ট্রীয় ইমারত ইসলামী হৌক বা না হৌক, তাদের প্রতিও আনুগত্য রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাদের হক তাদের দিয়ে দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(বুখারী হা/৭০৫২)*। জানা আবশ্যক যে, সেদিনের মাদানী রাষ্ট্র ভেঙ্গে এখন মুসলমানরা ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। দুনিয়াবী স্বার্থ এবং হিংসা ও অহংকারের কারণে ব্যক্তি ও সংগঠনে বিভক্তি আসতে পারে। কিন্তু কিয়ামতের আগ পর্যন্ত হকপন্থী মুমিন ও তাদের জামা'আত থাকবে *(মুসলিম হা/১৯২০)*। অতএব জামা'আতবদ্ধ জীবনের আবশ্যকতা ও আমীরের আনুগত্যের অপরিহার্যতা চিরদিন থাকবে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (নওগাঁ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'গবেষণা বিভাগ' কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি বিদগ্ধ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের অনুভূতি সৃষ্টি হৌক এটাই আমাদের একান্ত কামনা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও মন্দকর্ম হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আরো শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা যথার্থভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের উপর।

হামদ ও ছানার পর, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চোখের সামনে প্রথম যে জামা'আতটি গঠিত হয়েছিল, অতঃপর তাঁর অবর্তমানে তাঁর খলীফাগণ দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে যে জামা'আতকে সযত্নে লালন করেছিলেন, সেই জামা'আতই ইসলামকে সঠিকভাবে চিত্রিত করে। এ জামা'আত ইসলামকে সানন্দে গ্রহণ করেছিল এবং যাবতীয় বিষয়ে অবনতমস্তকে সন্তুষ্টচিত্তে তাকে (ইসলাম) কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছিল। ফলে উক্ত জামা'আত ইসলামের ছায়াতলে জীবন যাপন করে সুখী হয়েছিল। এভাবে এ জামা'আতটি এমন পবিত্র জীবন যাপন করেছে, যার অঙ্গীকার তার প্রতিপালক করেছেন এ আয়াতে, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً- 'মুমিন অবস্থায় পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। আর এ জামা'আতটি মর্যাদার সাথে জীবন অতিবাহিত করেছে, যা তার প্রতিপালক তার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 'শ্রেষ্ঠত্ব তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*।

ঐ মুমিন জামা'আতের কাছে পৃথিবীর সকল জাতি মাথা নত করেছিল। যার শীর্ষে ছিল পারস্য ও রোম। তার রাজত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার জন্য ঐ মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল, যার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) (আহযাবের যুদ্ধের দিন পরিখা খননের সময়) সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।[১]

আল্লাহ যতদিন চাইলেন মুসলিম উম্মাহ্র পরবর্তী প্রজন্ম ততদিন প্রথম জামা'আতের পথে চলে উক্ত সম্মান ও বিশাল রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। অতঃপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ব্যাধিতে মুসলিম জাতি আক্রান্ত হ'ল। ফলে মুসলমানদের হৃদয়ে দুনিয়ার মোহ বাসা বাঁধল এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় তারা দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'ল। এর ফলে তাদের মধ্যে মতভেদ, দলাদলি ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হ'ল। এগুলো মুসলিম জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তিকে দুর্বল করে দিল এবং তাদেরকে পদানত করতে শত্রুদেরকে উৎসাহ যোগাল। অতঃপর শত্রুরা মুসলমানদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল এবং মুসলমানদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল এমন কিছু অঞ্চল তারা পুনরুদ্ধার করতে লাগল। তারপর শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রাণকেন্দ্রে যুদ্ধ শুরু করল। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এমন ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি তার দ্বীনকে সংস্কার করেন এবং মুসলমানদেরকে অধঃপতন থেকে নবজাগৃতির পথে নিয়ে যান। ফলে মুসলিম উম্মাহ প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করে।

বর্তমান যুগে দ্বীনী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র শিথিলতা প্রদর্শন এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের শত্রুদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তারা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখোমুখি করেছে, মুসলমানদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যার কোন নযীর নেই। আর এটিই আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর সার্বজনীন নীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'আল্লাহ নিজে কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

১. মুসলিম হা/২৮৮৯ 'ফিতান' অধ্যায়।

মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এ অবস্থা মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্য এবং সীমাহীন প্রচেষ্টা দাবী করছে। কেননা জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এ লাঞ্ছনা দূর করা উক্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন এ বিষয়ে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সংবাদ দিয়েছেন, যিনি নিজ থেকে কোন কথা বলতেন না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ-

'যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষি কাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন, যা তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি তোমাদের থেকে দূর করবেন না'।[২]

প্রথম জামা'আত যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেদিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তার দ্বীনের দিকে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। কারণ প্রথম যুগের মুসলমানেরা যার মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল, তা ব্যতীত এ উম্মতের পরবর্তীরা সংশোধিত হবে না। আর রাসূল (ছাঃ) এমন ফিতনা সমূহ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, যা মুসলিম উম্মাহ্র উপর দিয়ে বয়ে যাবে। তিনি জামা'আত আঁকড়ে ধরাকে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জামা'আত আঁকড়ে ধরাকে উৎসাহিত করে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক করে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত দ্বারা সেই জামা'আতই উদ্দেশ্য, যার উপর প্রথম জামা'আত প্রতিষ্ঠিত ছিল। *(ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)*

---

২. আবুদাঊদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১।

প্রথম অধ্যায়

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহ[৩]

১- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ؟ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

১. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম, অমঙ্গল আমাকে পেয়ে বসার ভয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তার মধ্যে মন্দ মিশ্রিত থাকবে। আমি বললাম, তার মন্দটা কি? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার দেখানো পথ ব্যতীত অন্য পথে চলবে। তাদের কাজে ভাল ও মন্দ দু'টিই থাকবে। আমি

৩. এ অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীছগুলির বিস্তারিত তাখরীজ ও তাহকীক পরিহার করে শুধু হাদীছগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।-অনুবাদক।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ানো কিছু দাঈর আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের কাছে তাদের পরিচয় বলুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'সকল দল-উপদল ত্যাগ করবে। এমনকি মৃত্যু অবধি যদি গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয় তবুও তাই করবে'।[৪]

ছহীহ মুসলিমে এসেছে,

قُلْتُ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُوْنُ بَعْدِىْ أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلأَمِيْرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ-

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত অনুযায়ী চলবে না এবং আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের হৃদয়গুলো হবে মানুষের দেহে শয়তানের অন্তর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কি করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে'।[৫]

---

৪. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭ (৫১); মিশকাত হা/৫৩৮২।

৫. মুসলিম হা/১৮৪৭ (৫২); ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়।

٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاَثٌ لاَ يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ-

২. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে, যথাযথভাবে তা স্মরণে রেখেছে ও মুখস্থ করেছে এবং প্রচার করেছে। অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খেয়ানত করে না। (১) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা (২) মুসলমান শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) তাদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হতে) রক্ষা করে'।[৬]

৩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْواً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلاَّ لِشَىْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَجلْ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثُ خِصَالٍ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَداً إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ هَمُّهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ-

---

৬. আহমাদ হা/২১৬৩০; তিরমিযী হা/২৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।

৩. আব্দুর রহমান বিন আবান বিন ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুপুরের দিকে যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) মারওয়ানের নিকট থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা বললাম, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এমন সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাকে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের নিকট থেকে একটি হাদীছ শুনে তা মুখস্থ করেছে। অতঃপর অন্যের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি বিষয়ে মুসলমানের অন্তর কখনো খেয়ানত করে না। (১) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা (২) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হতে) রক্ষা করে'। তিনি আরো বলেছেন, 'যার লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দিবেন, তার অন্তরে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে দিবেন এবং সে অনাগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া (দুনিয়ার সম্পদ) তার কাছে আসবে। আর যার নিয়ত হবে দুনিয়া লাভ, আল্লাহ তার সহায়-সম্পত্তি ছিন্নভিন্ন করে দিবেন, তার অভাব-অনটন তার দু'চোখের মাঝে স্থাপন করবেন এবং দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই লাভ করবে যতটুকু তার জন্য বরাদ্দ আছে'।[৭]

৪- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْخَيْفِ نَضَّرَ اللهُ عَبْداً...الحديث-

৪. জুবায়ের বিন মুতঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মিনার) মসজিদে খায়ফে রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন...' অতঃপর পূর্বের হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেন।[৮]

---

৭. আহমাদ হা/২১৬৩০; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৯০; ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।

৮. আহমাদ হা/১৬৮০০; ছহীহ তারগীব হা/৯২; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৬; দারেমী হা/২২৮।

Contents

৫- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ–

৫. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই তোমরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে'।[৯]

৬- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ–

৬. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস রহমত স্বরূপ এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস আযাব স্বরূপ'।[১০]

৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ–

৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি (মুসলিম জামা'আত হ'তে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে গেল'।[১১]

---

৯. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০; হাদীছ ছহীহ।

১০. ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩; শু'আবুল ঈমান হা/৯১১৯; হাদীছটি হাসান পর্যায়ের।

১১. তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৮৫; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের। দ্রঃ তারাজু'আতে আলবানী হা/৮৫।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাকেম এবং তিরমিযীতে ইবনু ওমর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না'। হাকেম নিশাপুরী এ হাদীছের শাহেদ (সমর্থক হাদীছ) উপস্থাপন করেছেন। এ হাদীছের পক্ষে মু'আবিয়া (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে-

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ-

মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল আল্লাহ্র সত্য দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্তকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১২] এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণের দিক হ'ল- কিয়ামত পর্যন্ত এই হক্বপন্থী দলের টিকে থাকা ভ্রষ্টতার উপরে তাদের ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

অতঃপর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইয়াসীর ইবনু আমর হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমরা আবু মাসঊদকে (আনছারী) বিদায় জানানোর জন্য তার সাথে বের হ'লাম। তিনি কংকরময় পথ ধরে চলা শুরু করলেন। এরপর তিনি এক বাগানে প্রবেশ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি ওযূ করে মোজার উপরে মাসাহ করলেন এবং বাগান থেকে এমন অবস্থায় বের হ'লেন যে, তার দাড়ি থেকে পানি ঝরছিল। আমরা তাকে বললাম, আমাদের কিছু উপদেশ দিন। কারণ লোকেরা ফিৎনায় পতিত হয়েছে। আমরা জানি না আপনার সাথে আর সাক্ষাৎ হবে কি-না? তখন তিনি বললেন, اتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوْا، حَتَّى يَسْتَرِيْحَ بِرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ- 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না সৎ ব্যক্তি শান্তি লাভ করে অথবা পাপী ব্যক্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

১২. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; মিশকাত হা/৬২৭৬।

আর তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[১৩]

নাঈম ইবনু আবী হিন্দ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদা আবু মাসঊদ কূফা নগরী হ'তে বের হয়ে বললেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[১৪]

৮- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ-

৮. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১৫] হাকেম আব্দুর রাযযাক এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১৬]

৯- عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا، وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوْا عَلَى ضَلاَلَةٍ-

---

১৩. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭১৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭১১১; হাকেম হা/৬৬৬৪, সনদ ছহীহ। দ্র. সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ হা/৮৫।

১৪. আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৮৫; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭; ইবনু আবী শায়বা হা/৩৮৭৭০; ইবনু আবী আছেম হা/৭৩; আত-তালখীছুল হাবীর ৩/১৪১।

১৫. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭; মিশকাত হা/১৭৩; হাদীছ ছহীহ।

১৬. হাকেম হা/৩৯৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১০০; আলবানী (রহঃ) শাহেদ থাকায় হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ যিলালুল জান্নাহ হা/৮১।

৯. আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে রক্ষা করেছেন। ১. তোমাদের নবী তোমাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করবেন না, যার ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে ২. বাতিলপন্থীরা হকৃপন্থীদের উপরে বিজয় লাভ করতে পারবে না এবং ৩. তোমরা গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না'।[১৭]

কা'ব ইবনু আছেম হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ لِيْ عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَجُوْعُوْا، وَلَا يَجْتَمِعُوْا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يُسْتَبَاحُ بَيْضَةُ الْمُسْلِمِيْنَ- 'আল্লাহ তা'আলা আমার কারণে আমার উম্মতকে তিনটি বিষয় থেকে রক্ষা করেছেন। ১. তারা ক্ষুধার্ত হবে না ২. গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না এবং ৩. মুসলিম জামা'আতের সম্মান ও কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন করাকে বৈধ মনে করা হবে না'।[১৮]

অন্য একটি সূত্রে কা'ব ইবনু আছেম আশ'আরী হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِيْ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন'।[১৯]

১০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ-

১০. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আমার উম্মত গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না। যখন তোমরা মতপার্থক্য লক্ষ্য করবে, তখন তোমরা বড় দলকে আঁকড়ে ধরবে'।[২০]

---

১৭. আবুদাঊদ হা/৪২৫৩; মু'জামুল কাবীর হা/৩৪৪০; হাদীছটির সনদ যঈফ। যঈফা হা/১৫১০; যঈফুল জামে' হা/১৫৩২।

১৮. হাদীছটির সনদ হাসান। দ্রঃ ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ হা/৯২; যিলালুল জান্নাহ হা/৯২; দারাকুৎনী হা/৪৬৬৬।

১৯. ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ হা/৮৩; সর্বশেষ ফলাফল হ'ল হাদীছটির সনদ হাসান; ছহীহাহ হা/১৩৩১; ছহীহুল জামে' হা/১৭৮৬; যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩।

২০. আহমাদ হা/১৯৩৭০; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; যঈফুল জামে' হা/১৮১৫; তারাজু'আতে আলবানী হা/৮৫; ইবনু আবী আছেম আস-সুন্নাহ হা/৮৪। হাদীছ হাসান। ছহীহাহ হা/১৩৩১-এর আলোচনা দ্রঃ।

মুসতাদরাকে হাকেমে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ أَرْبَعًا: سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَمُوْتَ جُوْعًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَرْتَدُّوْا كُفَّارًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَغْلِبَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَأْسَهُمْ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَكُوْنَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعْطَ ذَلِكَ-

'রাসূল (ছাঃ) তাঁর রবের কাছে চারটি জিনিস প্রার্থনা করলেন। ১. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন, কেউ যেন ক্ষুধার কারণে মারা না যায়। তাঁকে সেটা দান করা হ'ল। ২. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর উম্মত যেন গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ না হয়। সেটাও তাঁকে দান করা হ'ল। ৩. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তারা (মুসলমানরা) ধর্মত্যাগ করে কাফের না হয়ে যায়। তাঁকে সেটাও দান করা হ'ল। ৪. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তাদের উপর তাদের শত্রুরা বিজয় লাভ না করে এবং তারা তাদের জান ও মালকে বৈধ মনে না করে। তাঁকে সেটাও দান করা হ'ল। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে না যায়। কিন্তু এটা তাঁকে দান করা হ'ল না'।[২১]

১১- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِى إِلاَّ عَلَى هُدًى-

১১. আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন অপেক্ষা দু'জন উত্তম। দু'জন অপেক্ষা তিনজন উত্তম। তিনজন অপেক্ষা চারজন উত্তম। সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে কখনো হেদায়াতের উপর ছাড়া ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[২২]

---

২১. হাকেম হা/৪০০। এর সনদে মুবারক ইবনু সুহাইম নামক একজন মাতরূক রাবী থাকায় হাদীছটি যঈফ (তাহযীবুল কামাল ২৭/১৭৬; তাকরীব ২/১৫৬; মীযান ৩/৪৩০)।

২২. আহমাদ হা/২১৩৩১; যঈফা হা/১৭৯৭; যঈফুল জামে' হা/১৩৬; ইবনু আসাকির ৩৮/২০৬। আলবানী হাদীছটিকে জাল ও শু'আইব আরনাঊত অত্যন্ত যঈফ বলেছেন।

১২- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ-

১২. উসামা ইবনু শারীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে'।[২৩] উসামা ইবনু শারীক হ'তে আরো অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

فَإِذَا شَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمُ اخْتَطَفَهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ-

'যখন তাদের মধ্য হ'তে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যেমন বাঘ দলছুট ছাগলকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়'।[২৪]

১৩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

১৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পসন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপসন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পসন্দ করেন যে, ১. তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ২. তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ করবে এবং ৩. পরস্পর বিভক্ত হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেন ১. কারো সমালোচনা করা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. অর্থ-সম্পদ নষ্ট করা' (সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করা)।[২৫]

---

২৩. হাকেম হা/৩৯৮; নাসাঈ হা/৪০২০; ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫; যিলালুল জান্নাহ হা/৮১; ইবনু আবী আছেম হা/৬৯, আলবানী (রহঃ) শাহেদ থাকায় হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

২৪. মু'জামুল কাবীর হা/৪৮৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১০১; আবু নু'আইম, মা'রিফাতুছ ছাহাবা হা/৭৩২। আল্লামা আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ অত্যন্ত যঈফ। দ্রঃ তাখরীজুস সুন্নাহ ১/৪০।

২৫. আহমাদ হা/৮৭৮৫; মুসলিম হা/১৭১৫; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৮৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৩২; আবু আ'ওয়ানা হা/৬৩৬৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪২; ছহীহাহ হা/৬৮৫।

নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহ

১৪- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

১৪. ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ফজরের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে এমন সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করলেন যে, তাতে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হ'ল এবং অন্তর ভীত হ'ল। তখন একজন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ যেন বিদায়ী ভাষণ! আপনি আমাদেরকে কি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের এবং (নেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তিনি কোন নিগ্রো দাস হন। কারণ তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[২৬]

২৬. আহমাদ হা/১৭১৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ছহীহাহ হা/২৭৩৫; মিশকাত হা/১৬৫।

১৫- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

১৫. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[২৭]

বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কিছু অপসন্দ করবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[২৮]

১৬- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُوْا لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِىْ يَضْرِبُ بِرَّهَا وَ فَاجِرَها وَلاَ يَتَحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ بِعَهْدِهِ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَ لَسْتُ مِنْهُ.

১৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (নেতার) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হল, অতঃপর মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান

২৭. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
২৮. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯।

করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহিলেয়াতের উপরে নিহত হয়। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জামা'আত থেকে বের হয়ে তাদের ভাল-মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করবে, মুমিনকেও রেহাই দিবে না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করবে না, সে আমার উম্মত নয় এবং আমিও তার কেউ নই'।[২৯]

১৭- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে তার হাত গুটিয়ে নিল অথবা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল'।[৩০]

১৮- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ-

১৮. হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল, সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না'।[৩১]

১৯- عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ وَمَاتَ نَاكِثاً لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ-

১৯. আমের ইবনু রাবী'আহ হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন

২৯. মুসলিম হা/১৮৪৮; আহমাদ হা/৭৯৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৮; ছহীহাহ হা/৯৮৩; নাসাঈ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/৩৬৬৯।

৩০. আহমাদ হা/৬১৬৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৮; মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৫১১; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৫৫, সনদ ছহীহ।

৩১. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/ ৯১২৮, সনদ ছহীহ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছ ছহীহ। শু'আইব আরনাঊত বলেন, হাসান।

হয়ে পড়ল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না'।[৩২]

আমের ইবনু রাবী'আহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِىْ يُصَلُّوْنَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوْهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ فَمَاتَ نَاكِثاً لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ-

'অচিরেই আমার পরে এমন নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটবে যাদের কেউ যথা সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং কেউ দেরীতে ছালাত আদায় করবে। অতএব তোমরা তাদের সাথে ছালাত আদায় কর। যদি তারা যথাসময়ে ছালাত আদায় করে এবং তোমরাও তাদের সাথে ছালাত আদায় কর, তাহ'লে তোমাদের এবং তাদের সবার জন্যই ছওয়াব রয়েছে। আর তারা যদি নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরীতে ছালাত আদায় করে এবং তোমরাও তাদের সাথে ছালাত আদায় কর, তাহ'লে তোমরা ছওয়াব পেয়ে যাবে এবং দেরী করার গুনাহ তাদের উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না'।[৩৩] এ হাদীছের সনদে আছেম ইবনু ওবায়দুল্লাহ নামক রাবী থাকায় হাদীছের সনদ যঈফ। কিন্তু এর পক্ষে বহু শাহেদ (সমর্থক হাদীছ) থাকায় হাদীছটি হাসান। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণিত হাদীছ লেখা যায়।

---

৩২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৭৭৯; আবু ইয়া'লা হা/৭২০৩ আহমাদ হা/১৫৭১৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/ ১৮১৯।

৩৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৭৭৯; আবু ইয়া'লা হা/৭২০৩; আহমাদ হা/১৫৭১৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১৯।

২০- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ-

২০. আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন করল’।[৩৪] আলবানী (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর ও হারেছ আশ‘আরী বর্ণিত হাদীছ এই হাদীছের শাহেদ হওয়ায় হাদীছটি ছহীহ।[৩৫]

২১- عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ...، (فذكر الحديث) وفيه- (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم): أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِه إِلَى أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَهُ مِنْ جُثَي جَهَنَّمَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنْ صَلَّى وَ صَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَ صَامَ، فَادْعُوْا بدعوي الله الَّذِيْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ-

২১. হারেছ আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন... (অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ উল্লেখ করেন)। তাতে রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে যেগুলির নির্দেশ দিয়েছেন (১) জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। কেননা যে ব্যক্তি

৩৪. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৮; হাকেম হা/৪০১; আহমাদ হা/২২৯৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪১০; ছহীহ তারগীব হা/৫ যিলালুল জান্নাহ হা/৮৯২; মিশকাত হা/১৮৫।

৩৫. আলবানী, তাখরীজুস সুন্নাহ ২/৪৩৪।

জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন করল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদিও সে ছালাত আদায় করে এবং ছিয়াম পালন করে? তিনি বললেন, যদিও সে ছালাত আদায় করে এবং ছিয়াম পালন করে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রদত্ত নামে ডাকো। যিনি তোমাদেরকে মুসলিমীন, মুমিনীন ও ইবাদুল্লাহ (আল্লাহ্র বান্দা) নামে নামকরণ করেছেন'।[৩৬]

জামে' তিরমিযীতে হাদীছটির পূর্ণরূপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِىِّ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيْسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِىْ بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِىْ أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ، وَقَعَدُوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِىْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ. أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِى وَهَذَا عَمَلِى فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَىَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّى إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِىْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِىْ عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيْحَ

৩৬. তিরমিযী হা/২৮৬৩; আহমাদ হা/১৭৮১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৩৬; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৯৪; ছহীহ তারগীব হা/১৪৯৮; মুসনাদু ত্বায়ালেসী হা/১১৬১।

الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوْا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيْهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ. فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوْا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِيْ أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ...(فذكره).

হারেছ আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেন। তিনি তদনুযায়ী আমল করতে বিলম্ব করছিলেন, তখন ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আপনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেন। আপনি তাদেরকে নির্দেশ দেন অন্যথা আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব। তখন ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন, আপনি যদি আমার পূর্বে নির্দেশ দেন তাহ'লে আমি আমাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেওয়ার অথবা আমাকে শাস্তি দেওয়ার আশঙ্কা করছি। অতঃপর তিনি লোকদেরকে বায়তুল মাক্বদাসে সমবেত করলেন। মসজিদ ভরে গেলে তারা বারান্দায় বসল। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমি সে অনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেই। তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপনকারীর উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে তার সম্পদের খাঁটি সোনা ও রূপা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে তাকে বলল, এটা আমার ঘর আর এগুলো আমার কাজ। তুমি এ কাজগুলো করবে এবং এর প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দিবে। সে কাজ করতে থাকল এবং মালিক ব্যতীত অন্যকে এর সুফলাদি দিতে থাকল। তোমাদের কে খুশি হবে যে তার দাস এরূপ হোক? ২. আল্লাহ তোমাদেরকে ছালাত

আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তোমরা ছালাত আদায়কালে এদিক-সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখমণ্ডল বান্দার মুখমণ্ডলের দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন, যতক্ষণ না বান্দা এদিক-সেদিক তাকায়। ৩. আমি তোমাদেরকে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। ছিয়াম পালনকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি দলের সাথে অবস্থান করছে আর তার সাথে রয়েছে সুগন্ধিযুক্ত একটি থলে। সবাই সেটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে অথবা সেটি সবাইকে তার প্রতি আকৃষ্ট করছে। আর ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিশকে আম্বরের সুগন্ধি অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অতি পবিত্র। ৪. আমি তোমাদেরকে ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিচ্ছি। ছাদাক্বাকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুরা পাকড়াও করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার কম-বেশী সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। অতঃপর সে মালের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল (অনুরূপ ছাদাক্বাকারী ছাদাক্বা করার মাধ্যমে নিজেকে বিপদমুক্ত করে)। ৫. আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির করার নির্দেশ দিচ্ছি। যিকিরকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার শত্রুরা দ্রুততার সাথে তার পিছু ধাওয়া করেছে অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে গমন করে নিজেকে তাদের থেকে রক্ষা করল। তদ্রূপ কোন বান্দা আল্লাহ্র যিকর ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন' (অতঃপর তিনি পূর্বের কথাগুলো উল্লেখ করলেন)।[৩৭]

২২– عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ، فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ–

২২. আরফাজা ইবনু শুরাইহ আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা-

৩৭. তিরমিযী হা/২৮৬৩; আহমাদ হা/১৭৮১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৩৬; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৯৪; ছহীহ তারগীব হা/১৪৯৮; মুসনাদু ত্বায়ালেসী হা/১১৬১, আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেন, সনদ ছহীহ (তাখরীজুস-সুন্নাহ ২/৪৯৬)।

ফাসাদের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাবে, তোমরা তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। সে যেই হোক না কেন'।[৩৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ-

আরফাজা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কাছে এ উদ্দেশ্য আগমন করে যে, সে তোমাদের (ঐক্যের) বন্ধনকে ভেঙ্গে দিবে অথবা তোমাদের জামা'আতকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করবে'।[৩৯]

২৩- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

২৩. আওফ ইবনু মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং তোমরাও তাদের জন্য

---

৩৮. মুসলিম হা/১৮৫২; আবুদাউদ হা/৪৭৬২; আহমাদ হা/১৮৩২১; ইবনু হিব্বান হা/৪৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/২৩৯৩; নাসাঈ হা/৪০২১; যিলালুল জান্নাহ হা/১১০৬: মিশকাত হা/৩৬৭৭।

৩৯. মুসলিম হা/১৮৫২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৪৪; ইরওয়া হা/২৪৫২; মু'জামুল কাবীর হা/৩৬৫; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৪০; মিশকাত হা/৩৬৭৮, সনদ ছহীহ।

প্রার্থনা কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন সময় আমরা কি তাদেরকে প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না'।[৪০]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

قَالُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

ছাহাবীগণ বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি এমন সময় তাদেরকে (তরবারী দ্বারা) প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। সাবধান! কোন ব্যক্তিকে কারো উপর আমীর নিযুক্ত করা হলে। অতঃপর সে তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কিছু করতে দেখলে, সে যেন তার আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজগুলোকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়'।[৪১]

২৪- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ. قَالُوْا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ مَا صَلَّوْا-

২৪. উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, যাদের কিছু ভাল

৪০. মুসলিম হা/১৮৫৫; দারেমী হা/২৭৯৭; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৭১: মিশকাত হা/৩৩৭০, হাদীছ ছহীহ।

৪১. মুসলিম হা/১৮৫৫; দারেমী হা/২৭৯৭; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৭১: হাদীছ ছহীহ।

কাজের কারণে তোমরা সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কিছু খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে অপসন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরোধতা করল সে নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল)। তারা বললেন, আমরা কী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত কায়েম রাখবে'।[৪২]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ (وزاد في اخره) أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ – 'যে ব্যক্তি তাদের অপসন্দ করল সে নিরাপত্তা লাভ করল এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করল সে মুক্তি লাভ করল। (বর্ণনার শেষে রয়েছে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা ঘৃণা করল এবং হৃদয় থেকে বিরোধিতা করল।[৪৩] প্রখ্যাত তাবেঈ কাতাদা (রহঃ) বলেন, يَعْنِى مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ– 'যে ব্যক্তি হৃদয় থেকে বিরোধিতা করল এবং অন্তর থেকে ঘৃণা করল' (সে নাজাত পেল)।[৪৪] অনুরূপ বর্ণনা মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ ও বায়হাকীতেও আছে।[৪৫] হেশাম (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ– 'যে ব্যক্তি বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ করল সে নাজাত পেল। আর যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ঘৃণা করল সে নিরাপত্তা লাভ করল'।[৪৬] হাসান (রহঃ) বলেন, فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَقَدْ ذَهَبَ زَمَانُ هَذِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ جَاءَ زَمَانُ هَذِهِ– 'যে ব্যক্তি মুখ দ্বারা বাধা দিল সে মুক্তি পেল। অবশ্য মুখে প্রতিবাদ করার যুগ চলে গেছে। আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা ঘৃণা করল (সে নাজাত পেল)। অবশ্য এর সময় চলে এসেছে'।[৪৭]

---

৪২. মুসলিম হা/১৮৫৪; আহমাদ হা/২৬৫৭১; ছহীহাহ হা/৩০০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬১৮; ইবনু হিব্বান হা/৬৬৫৮; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৬২; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৪৫১, হাদীছ ছহীহ।

৪৩. মুসলিম হা/১৮৫৪-৬৩।

৪৪. আবুদাঊদ হা/৪৭৬১; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০২; সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৯৮।

৪৫. মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২২৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৭৬১; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০২; সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৯৮।

৪৬. আবুদাঊদ হা/৪৭৬০।

৪৭. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০২; সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৯৮।

২৫- عَنْ اَبِيْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىُّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

আবু ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আর তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আছ ইবনু কায়েস (রাঃ) তাকে (সালামাকে) টান দিয়ে বললেন, তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে'।[৪৮]

তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে... এ কথাগুলো আশ'আছ ইবনু কায়েস (রাঃ)-এর নয় বরং কথাগুলো স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর। যেমন অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে এবং

---

৪৮. মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৭১৭৬; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০০, হাদীছ ছহীহ।

তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে’।[৪৯] ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরাতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে কথাগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০]

২৬- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الَّذِىْ لَكُمْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে অবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তোমরা পালন করবে এবং তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে’।[৫১]

২৭- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ-

২৭. ফাযালাহ ইবনু ওবায়েদ হ’তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ধ্বংসে নিপতিত তিন প্রকার লোক সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস কর না। (১) এমন লোক যে মুসলমানদের জামা‘আত ত্যাগ করল, তার নেতার অবাধ্য হ’ল এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেল। (২) এমন দাস বা দাসী যে (তার মালিকের নিকট থেকে) পলায়ন

---

৪৯. তিরমিযী হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৭১৭৬; শু‘আবুল ঈমান হা/৭৫০০; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৪০১; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৪১৬; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৯১১৪; মিশকাত হা/৩৬৭৩, হাদীছ ছহীহ।

৫০. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৪০১।

৫১. বুখারী হা/৩৬০৩; মুসলিম হা/১৮৪৩; তিরমিযী হা/২১৯০; আহমাদ হা/৪০৬৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬২০; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৮৭; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৯।

Contents

করল, অতঃপর মারা গেল। (৩) এমন স্ত্রী যার স্বামী তার কাছে নেই এবং সে তার দুনিয়ার যাবতীয় খরচ যথাযথ বহন করে। অথচ সে তার অনুপস্থিতে (অন্যের সামনে) নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। অতএব তুমি এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না'।[৫২]

২৮- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ-

২৮. ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়'আত করলাম। তিনি (ওবাদা) বলেন, আমরা যে সকল বিষয়ে তাঁর কাছে বায়'আত করেছিলাম সেগুলো হ'ল- আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে-অপসন্দে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী না দেখবে (ততক্ষণ তোমরা তার আনুগত্য করতে থাকবে), যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ রয়েছে'।[৫৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَلاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ أَنْ نَقُوْمَ اَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا وَلاَنَخَافُ فِىْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

---

৫২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯০; হাকেম হা/৪১১; আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৫৯; ছহীহাহ হা/৫৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৭।

৫৩. বুখারী হা/৭০৫৫,৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯; নাসাঈ হা/৪১৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৬; আহমাদ হা/২২৭৩১; ছহীহাহ হা/৩৪১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩০৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৩০; মিশকাত হা/৩৬৬৬।

ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই মর্মে বায়'আত করেছিলাম যে, আমরা আনন্দে-অপসন্দে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। আর যেখানেই থাকি সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকব বা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না'।[৫৪]

২৯- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ-

২৯. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (নেতার নির্দেশ) শ্রবণ করা এবং তার আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা নেই'।[৫৫]

৩০- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِى؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِى حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ

---

৫৪. বুখারী হা/৭১৯৯, ৭২০০; মুসলিম হা/১৭০৯; নাসাঈ হা/৪১৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৬; মিশকাত হা/৩৬৬৬, তবে এগুলো বুখারীর শব্দ।

৫৫. বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; আবুদাঊদ হা/২৬২৬; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৪; নাসাঈ হা/৪২০৬; আহমাদ হা/৪৬৬৮; তিরমিযী হা/১৭০৭; ছহীহাহ হা/৭৫২; মিশকাত হা/৩৬৬৪।

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

৩০. আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনছারী ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে সৈন্যবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, নবী করীম (ছাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য কাঠ সংগ্রহ করো। তারা কাঠ সংগ্রহ করল। তিনি বললেন, তোমরা আগুন জ্বালাও। তারা আগুন জ্বালাল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তাতে প্রবেশ করো। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে উদ্যত হ'ল, তখন একে অপরকে আঁকড়ে ধরল। তাদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর দলভুক্ত হয়েছি। তাদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে গেল এবং তার (আমীরের) ক্রোধও প্রশমিত হ'ল। এ ঘটনার সংবাদ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহ'লে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের হ'ত না। আনুগত্য কেবলমাত্র ভাল কাজেই হয়ে থাকে।[৫৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلآخَرِينَ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ-

'যারা আগুনে প্রবেশ করার ইচ্ছা করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহ'লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করত। আর অন্যদের উদ্দেশ্য তিনি বললেন, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ভাল কাজে'।[৫৭]

---

৫৬. বুখারী হা/৪৩৪০; মুসলিম হা/১৮৪০; আবুদাঊদ হা/২৬২৫; নাসাঈ হা/৪২০৫; আহমাদ হা/১০১৮; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১১৭; ইবনু আবী শায়বা হা/৩৪৩৯৫; বাযযার হা/৫৮৯।
৫৭. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; আবুদাঊদ হা/২৬২৫; নাসাঈ হা/৪২০৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করে বর্ণিত হাদীছ সমূহের ফিক্বহী পর্যালোচনা

হাদীছে নববীতে বর্ণিত জামা‘আতের অর্থ : জামা‘আতের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, الْجَمَاعَةُ هِيَ الِاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ؛ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ– ‘জামা‘আত হ’ল সমাজবদ্ধতা। এর বিপরীত হ’ল বিচ্ছিন্নতা। যদিও জামা‘আত শব্দটি স্বয়ং ঐক্যবদ্ধ জাতির নামে পরিণত হয়েছে’।[৫৮] পক্ষান্তরে হাদীছে নববীতে উল্লেখিত ‘জামা‘আত’ শব্দের অর্থের ব্যাপারে মনীষীগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা নিম্নে পর্যালোচনাসহ তাদের উক্তিগুলো এবং সেগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য মতটি উপস্থাপন করব।

ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, ‘এ বিষয়ে অর্থাৎ জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশের ব্যাপারে এবং জামা‘আতের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলেছেন, জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যক। আর জামা‘আত হ’ল বড় দল’। অতঃপর তিনি (ত্বাবারী) মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন সূত্রে আবু মাসঊদ আল-আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ওছমান (রাঃ) নিহত হ’লে আবু মাসঊদ নছীহত প্রত্যাশীকে বলেছিলেন, عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ– ‘তুমি জামা‘আতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না’।[৫৯]

অন্য একদল বলেছেন, জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল ছাহাবীগণ। তাদের পরবর্তীরা নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল আহলুল ইলম (আলেমগণ)। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সৃষ্টি জগতের উপরে দলীল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষেরা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অনুগামী।

---

৫৮. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩/১৫৭।
৫৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৩৭।

অতঃপর ঐ উক্তিগুলি বর্ণনা করার পর ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেছেন, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ ‘সঠিক হচ্ছে হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল ঐ জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত আমীরের আনুগত্যে রয়েছে। যে তার বায়‘আত ভঙ্গ করল, সে জামা‘আত থেকে বের হয়ে গেল’।[৬০]

জামা‘আত শব্দ এসেছে এমন কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেছেন, এই হাদীছসমূহে বর্ণিত জামা‘আত শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের ব্যাপারে মানুষেরা পাঁচটি মত রয়েছে।

১. সেটি হ’ল মুসলমানদের বড় দল। একথার ভিত্তিতে উম্মতের মুজতাহিদগণ, ওলামায়ে কেরাম, শরী‘আত বিষয়ে পারদর্শী এবং তদনুযায়ী আমলকারীগণ জামা‘আতের মধ্যে শামিল হবেন। অন্যরাও তাদের মধ্যে শামিল হবেন। কারণ তারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণকারী।

২. এটি হল মুজতাহিদ ইমামগণের দল। এ কথার ভিত্তিতে যিনি মুজতাহিদ আলেম নন তিনি এ জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তিনি তাক্বলীদপন্থীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের (মুজতাহিদ ইমামদের) বিপরীত আমল করবে, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণকারী বলে গন্য হবে। আর বিদ‘আতীদের কেউই (জামা‘আতের মধ্যে) শামিল হবে না।

৩. জামা‘আত হ’ল বিশেষত ছাহাবায়ে কেরাম। একথার ভিত্তিতে জামা‘আত শব্দটি অন্য একটি বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى ‘জামা‘আত হ’ল আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপরে রয়েছি’।[৬১]

৪. জামা‘আত হ’ল মুসলমানদের দল, যখন তারা কোন ইমারতের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় মিল্লাতের অন্যদের উপর তাদের অনুসরণ করা

---

৬০. ঐ।
৬১. তিরমিযী হা/২৬৪১; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৪৩; ছহীহাহ হা/২০৪, ১৩৪৮।

আবশ্যক হবে। এ মতটি উল্লেখ করার পর ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, এ মতটি দ্বিতীয় মতের দিকে ধাবিত হয়। আর সেটি যা দাবী করে এটিও তাই দাবী করে। অথবা এটি প্রথম মতটির দিকে ধাবিত হয়। আর এটিই সুস্পষ্ট। এর মধ্যে এমন অর্থ নিহিত আছে, যা প্রথমটির মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ মুজতাহিদগণ অবশ্যই জামা'আতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া মূলতঃ বিদ'আত হবে না। কারণ তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দল (ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ)।

৫. ইমাম ত্বাবারীর পসন্দনীয় মতামত হ'ল, জামা'আত বলতে মুসলমানদের জামা'আতকে বোঝায় যখন তারা কোন একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। রাসূল (ছাঃ) এ আমীরকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জনগণ তাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে যার ইমারতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেছেন, وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى الاِجْتِمَاعِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الاِجْتِمَاعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، كَالْخَوَارِجِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ– 'সারকথা হ'ল জামা'আত বলতে বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনাকারী ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এটা স্পষ্ট যে, সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উপরোক্ত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত জামা'আতের আওতাভুক্ত নয়। যেমন খারেজী এবং তাদের পথে পরিচালিত ভ্রান্ত দলসমূহ'।

ইমাম শাত্বেবী কর্তৃক উল্লেখিত মতামত সমূহ চতুর্থ মতামতটি ব্যতীত ইমাম ত্বাবারী থেকে পূর্বে উল্লেখিত মতামতের মতোই। ইমাম শাত্বেবী পরক্ষণেই উল্লেখ করেছেন যে, সেটি প্রথম অথবা দ্বিতীয় মতামত থেকে আলাদা নয়। অতঃপর প্রথম তিনটি মতামত একটি অর্থের দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। আর তা হ'ল জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। অতএব যারা বলেছেন তাঁরা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম হলেন মানুষের মাঝে জামা'আতের অধিক হক্বদার। আর যারা বলেছেন তারা হ'লেন ওলামা ও মুজতাহিদগণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল,

ছাহাবীগণের পরে তারাই মানুষের মাঝে জামা'আতের অধিক উপযুক্ত। আর যারা বলেছেন তারা মুসলমানদের বড় দল, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম ও বড় বড় তাবেঈগণের যুগ। কেননা ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ)-এর উপদেশের উপর একথার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন, যখন তাকে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের সময়কার ফিৎনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সে সময়কার বড় দল তারাই যারা কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী। পরবর্তী যুগের লোকেরা তার বিপরীত।

এ অর্থকে কেন্দ্র করেই ওলামায়ে কেরামের মতামত সমূহ আবর্তিত হয়, যারা হাদীছ সমূহে বর্ণিত জামা'আতের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ– 'বিদ্বানগণের নিকটে জামা'আতের ব্যাখ্যা হ'ল তারা হ'লেন ফকীহ, ওলামায়ে কেরাম ও আহলুল হাদীছ। তিনি বলেন, আমি জারূদ ইবনু মু'আযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনুল হাসান (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, (জামা'আত হ'ল) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)। বলা হ'ল, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তো মারা গেছেন। তিনি বললেন, অমুক ও অমুক। তাকে বলা হ'ল, তারাও তো মারা গেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বললেন, আবু হামযাহ সুক্কারী হ'লেন জামা'আত। আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই আবু হামযা হ'লেন মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন। তিনি ছিলেন একজন সৎ শায়খ। তিনি (ইবনুল মুবারক) আমাদের মাঝে বেঁচে থাকা অবস্থায় একথা বলেছিলেন।[৬২]

ইবনু আবিল ইয হানাফী (রহঃ) বলেন, وَالْجَمَاعَةُ: جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 'জামা'আত হ'ল মুসলমানদের জামা'আত। আর তাঁরা হলেন ছাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ'।[৬৩]

---

৬২. তিরমিযী হা/২১৬৭-এর আলোচনা।
৬৩. শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৪৩১।

আবু শামাহ (রহঃ) বলেন, وَحَيْثُ جَاءَ الْأَمرُ بِلزُوم الْجَمَاعَةَ فَالْمُرَادُ بِهِ لُزُوْمُ الْحَقِّ وَاَتْبَاعِهِ وَاِنْ كَانَ الْمُتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ قَلِيلاً وَالْمُخَالِفُ لَهُ كَثِيْرًا، لِأَنَّ الْحقَّ هُوَ الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ الأُوْلَى مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابِهِ رضى الله عَنْهُم وَلَا نَظْرَ اِلَى كَثْرَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ بَعْدَهُمْ- 'যেখানে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার কথা এসেছে সেখানে জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল- হক ও তার অনুসারীদেরকে আঁকড়ে ধরা। যদিও হককে আঁকড়ে ধারণকারীর সংখ্যা অল্প হয় এবং এর বিরোধীদের সংখ্যা বেশী হয়। কারণ হকতো তাই, যার উপর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের প্রথম জামা'আত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের পরে বাতিলপন্থীদের আধিক্যের কোন গুরুত্ব নেই'।[৬৪]

এ অর্থটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাণী থেকেও এসেছে। লালকাঈ তার সনদে আমর ইবনু মায়মূন থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাকে বলেন, يَا عَمْروَ بْنَ مَيْمُونٍ إِنَّ جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ هِيَ الَّتِي تُفَارِقُ الْحَقَّ، إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ- 'হে আমর ইবনু মায়মূন! জনসাধারণের জামা'আত হ'ল সেটি যা সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রকৃত জামা'আত হ'ল সেটি যা আল্লাহ্র আনুগত্যের অনুকূলে। যদিও তুমি একাকী হও'।[৬৫]

জামা'আত শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ইবনু জারীর ত্বাবারী ও শাত্বেবী (রহঃ)-এর মতামতগুলির মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকল। আর সেটি ইবনু জারীরের বক্তব্য যে, জামা'আত দ্বারা এমন জামা'আত উদ্দেশ্য যার একজন আমীর আছেন এবং লোকেরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শাত্বেবী মনে করেন, এ মতটি কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত মতামতগুলির বিপরীত নয়। ইবনু জারীর ত্বাবারীর মন্ত ব্য উল্লেখ করার পর শাত্বেবী বলেন, জামা'আত বলতে বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনাকারী ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এটা

---

৬৪. আবু শামাহ, আল-বাইছু আলা ইনকারিল বিদা'ঈ ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃঃ ২২।
৬৫. শারহু উছূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/১০৮।

স্পষ্ট যে, সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উপরোক্ত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত জামা'আতের আওতাভুক্ত নয়। যেমন খারেজী এবং তাদের পথে পরিচালিত ভ্রান্ত দলসমূহ'।

এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা শাত্বেবী মনে করেন, তার বর্ণিত ঐ পাঁচটি মতামত যার মধ্যে ইবনু জারীর ত্বাবারীর উক্তিও রয়েছে, এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও আহলুল ইত্তেবার (কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণকারীগণ) উপর আবর্তনশীল। আর জামা'আত সম্পর্কিত হাদীছ দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। তবে ইবনু জারীরের উক্তি অন্যান্য উক্তিগুলো থেকে ভিন্নতার ফায়েদা দেয়। ঐ মতামতগুলো উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ 'সঠিক হচ্ছে হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত আমীরের আনুগত্যে রয়েছে'। তাঁর 'আছ-ছওয়াব' (সঠিক হ'ল) কথাটি ফায়েদা দেয় যে, অন্যান্য মতামতগুলো তার মতের বিপরীত। তবে বাস্তবতা হ'ল, জামা'আতের আক্বীদা ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে ঐ মতামতগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই অর্থটিকেই আল্লামা শাত্বেবী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তির ব্যাপারে মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আগত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তার আলোচনা ছিল। সেখানে এসেছে,- سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً- يَعْنِي اَهْلَ الاَهْوَاءِ- كُلُّهاَ فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ- 'আমার উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে (অর্থাৎ প্রবৃত্তিপূজারীরা)। একটি দল ব্যতীত সবগুলি জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল জামা'আত'।

অতঃপর শাত্বেবী সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত শব্দটিকে এ অর্থের উপর প্রয়োগ করেছেন। যার মধ্যে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছও রয়েছে। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইবনু জারীর (রহঃ) শুধু হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আগত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা করেননি। পূর্বে বর্ণিত তার মতামত 'হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল' (المراد من الخبر) কথাটি

এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর (রহঃ)-এর মতামতগুলো উল্লেখ করেছেন। হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শব্দ ইবনু জারীর (রহঃ)-এর মতামতের অনুকূলে। সেখানে এসেছে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[৬৬]

'আল-মুফহাম' (المفهم) গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা কুরতুবী ইবনু জাবীরের সাথে এই অর্থে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যেখানে তিনি تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরবে' এর অর্থে বলেন, অর্থাৎ মুসলমানগণ কোন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলে তার আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে না। যদিও তিনি যুলুম করেন'।[৬৭]

এই অর্থে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ছহীহ মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, مَنْ رَاىَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ... রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল.. (এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল)।[৬৮] আর হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'ল- مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল... (সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না)'।[৬৯]

---

৬৬. বুখারী হা/৩৬০৬;১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।

৬৭. আল-মুফহাম ৪/৫৭।

৬৮. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬২৪৯; ইরওয়া হা/২৪৫৩; আহমাদ হা/২৮৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৮।

৬৯. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১২৮, এ হাদীছের সনদ ছহীহ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। শু'আইব আরনাঊত বলেন, হাসান।

কাযী আয়ায (রহঃ) এই হাদীছের আলোচনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল’ এর প্রকাশ্য অর্থ হ’ল- সাধারণ মানুষ এবং ইমারতের ব্যাপারে যার সম্পর্কে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারা হ’লেন আহলুল ইলম (জ্ঞানীগণ)।[৭০] একথার মাধ্যমে কাযী আয়ায (রহঃ) জামা‘আত শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বাবারীর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তিনি তার মতের অনুকূল অর্থের ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন এবং অন্য মতটি দুর্বল ছীগায় (قيل) বর্ণনা করার মাধ্যমে তা দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

যদিও এ হাদীছগুলোতে ‘আহলুল ইলম’ দ্বারা জামা‘আতের ব্যাখ্যা করা জামা‘আতের প্রকাশ্য অর্থ হিসেবে বিবেচিত হয় না, কিন্তু এ আলোচনার প্রথমে উল্লেখিত পূর্বের হাদীছসমূহ জামা‘আতের এ অর্থকে স্পষ্ট করে।

মোদ্দাকথা হ’ল, জামা‘আত শব্দের ব্যাখ্যায় দু’টি অর্থই গ্রহণযোগ্য। আর ইবনুল আরাবী (রহঃ) এটাকেই স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ‘তোমাদের উপর আবশ্যক হ’ল জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাস করা’ এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, এখানে দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ যখন কোন কথার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন পরবর্তীদের জন্য অন্য আরেকটি মতামত আবিষ্কার করা জায়েয নয়। দ্বিতীয় অর্থ হ’ল- তারা যখন কোন ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন তার সাথে বিবাদ করা বা তার বিরোধিতা করা বৈধ হবে না।[৭১] এ কথার স্বীকৃতি আল্লামা শাত্বেবীর কথা থেকেও পাওয়া যায়। জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘বড় দলই ভ্রান্ত ফিরক্বাসমূহের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা তাদের দ্বীনের বিষয়ে যার উপরে অটল ছিলেন, সেটিই হক্ব। আর যে তাদের বিরোধিতা করবে সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করবে। তাই তারা শরী‘আতের কোন বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করুক অথবা তাদের আমীর ও সুলতানের বিষয়ে বিরোধিতা করুক। সে হকের বিরোধিতাকারী।[৭২]

---

৭০. মাশারিকুল আনওয়ার ১/১৫৩-১৫৪।
৭১. আরেযাতুল আহওয়াযী ৯/১০।
৭২. আল-ই‘তিছাম ২/২৬০।

ক্বিয়ামত পর্যন্ত জামা'আত টিকে থাকবে

যে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ এসেছে সেটি যুগ পরিক্রমায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ সম্বলিত হাদীছ সমূহ সেটি টিকে থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ অস্তিত্বহীন কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশের কোন অর্থ থাকে না। তবে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যা এসেছে তাতে খটকা সৃষ্টি হয়। সেখানে এসেছে যে, তিনি বললেন,

قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ.
قُلْتُ : فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا...-

'আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহ'লে আপনি আমাকে কী করার নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন ঐ সকল দলকে পরিত্যাগ করবে'।[৭৩]

হুযায়ফা (রাঃ) জামা'আতের অস্তিত্ব না থাকাকে ধরে নিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার কথাকে অস্বীকার করলেন না। এ থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন সময়ে জামা'আতের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক জামা'আতের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়টি মেনে নেয়া থেকে যেমন কোন কালে জামা'আতের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়টি বুঝা যায়, তেমনি কোন কোন দেশে জামা'আত না থাকার বিষয়টিও বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর সঠিক। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) কথাটি তখনই বলেছিলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এমন জামা'আতের অস্তিত্ব না থাকা যাকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব। আর একথাটি অন্য দেশে জামা'আতের অস্তিত্ব থাকাকে নাকচ করে না, যাকে আঁকড়ে ধরা দুঃসাধ্য। বরং দু'দেশের মধ্যে দূরত্বের কারণে কখনো সে সম্পর্কে জানা অসম্ভব হয়ে

৭৩. বুখারী হা/৩৬০৬,৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; হাকেম হা/৩৮৬; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।

পড়ে। এই অর্থকেই প্রাধান্য দেয় বরং নির্দিষ্ট করে দেয় ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা দলের ব্যাখ্যায় সাহায্যপ্রাপ্ত (ত্বায়েফা মানছূরাহ) দলের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহ। ছহীহ মুসলিমে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) না আসা পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে'।[৭৪]

ছহীহ মুসলিমের অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে'।[৭৫]

তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ–

কুররা ইবনু ইয়াস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৭৬]

---

৭৪. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০।

৭৫. মুসলিম হা/১৫৬, 'ঈমান' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/১৯৬০।

এগুলো ও অন্যান্য হাদীছ সমূহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত দলের (ত্বায়েফা মানছূরাহ) টিকে থাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি হ'ল জামা'আত। যার ব্যাপারে তিনটি বিষয় প্রমাণ বহন করে। **১.** হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন ঐ সকল দলকে পরিত্যাগ করবে। যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকতে হয় এবং এমতাবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়।[৭৭]

নবী করীম (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে জামা'আত ব্যতীত সকল দলকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ত্বায়েফা মানছূরাহ) যদি সেই জামা'আত না হয় রাসূল (ছাঃ) যেটিকে আঁকড়ে ধরার জন্য হুযায়ফা (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাহ'লে সেটি (জামা'আত) রাসূল (ছাঃ) তাকে যে দলগুলোকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্ত র্ভুক্ত হবে। যা অসম্ভব। এজন্য এ বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, সাহায্যপ্রাপ্ত দল হ'ল ঐ জামা'আত, যাকে আঁকড়ে ধরতে তিনি হুযায়ফা (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। গুণাবলীর ক্ষেত্রে জামা'আত ও তায়েফাহ মানছূরাহ্র ঐক্যতান এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। কারণ হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে উল্লেখিত জামা'আত সেটি, যা একজন আমীরের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, যেমনটি ইমাম ত্বাবারী ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। আর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলীতে এসেছে যে, তারা হকের উপরে বিজয়ী থাকবে এবং তারা সত্যের পথে লড়াই করবে। সত্যের উপরে বিজয়ী থাকা এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আত ও ইমারত।

২. পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত দল ও জামা'আতের অর্থ অভিন্ন হওয়া। সালাফে ছালেহীনের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম সাহায্যপ্রাপ্ত দল বলতে আহলুল হাদীছ এবং আহলুল ইলমদেরকে বুঝিয়েছেন। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার সনদে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ

---

৭৬. তিরমিযী হা/২১৯২, 'ফিতান' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/০৬; আহমাদ হা/১৫৬৩৫; ছহীহাহ হা/৪০৩; ছহীহুল জামে' হা/৭২৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩।

৭৭. বুখারী হা/৩৬০৬,৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; হাকেম হা/৩৮৬; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।

বিন হাম্বল (রহঃ), আলী ইবনুল মাদীনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের (ত্বায়েফা মানছূরাহ্‌র) ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হ'লেন 'আহলুল হাদীছ'।[৭৮]

খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তাঁর সনদে হাফেয আহমাদ ইবনু সিনান (রহঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি এ জামা'আতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হ'লেন 'আহলুল ইলম' ও 'আছহাবুল আছার' (আহলেহাদীছ)।[৭৯] ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকেও এর ব্যাখ্যায় এসেছে যে, তারা হ'লেন 'আহলুল ইলম'।[৮০] সাহায্যপ্রাপ্ত দলের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জামা'আতেরও সেই ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ 'বিদ্বানদের নিকটে জামা'আতের ব্যাখ্যা হ'ল তারা হ'লেন আহলুল ইলম (আলেম-ওলামা, আহলুল ও ফকীহ হাদীছ'।[৮১]

৩. নবী করীম (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি জামা'আত দ্বারা নাজাতপ্রাপ্ত দলের (ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ্‌র) ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আবুদাঊদ, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকেম ও অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থে আবু সুফিয়ান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে। তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، يَعْنِي اَهْلَ الاَهْوَاءِ، كُلُّهَا فِى النَّارِ الاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ– 'নিশ্চয়ই এ উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূজারীরা। একটি দল ব্যতীত তাদের সবগুলো জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল জামা'আত'।[৮২]

সুনান ইবনে মাজাহতে আওফ বিন মালেক আশজাঈ হ'তে বর্ণিত আছে। তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ

---

৭৮. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৬-২৭।
৭৯. তদেব।
৮০. ছহীহ বুখারী ফাৎহ সহ ১৩/২৯৩।
৮১. তিরমিযী হা/২১৬৭, ৪/৪৬৭।
৮২. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/২০৩; ছহীহুল জামে' হা/১০৮২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১২৪৩৫; মিশকাত হা/১৭১।

أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ– 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে তাঁর কসম করে বলছি, 'অবশ্যই আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি দল জান্নাতে যাবে আর বাহাত্তরটি জাহান্নামে যাবে। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তিনি বললেন, জামা'আত'।[৮৩] এই দুই হাদীছে জামা'আত বলতে পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ সমূহে বর্ণিত জামা'আত উদ্দেশ্য। যা আল্লামা শাত্বেবী হ'তে 'জামা'আতের অর্থ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব যখন স্থির হয়ে গেল যে, নাজাতপ্রাপ্ত দল (ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ) হ'ল জামা'আত, তখন আহলুল ইলমদের নিকট নাজাতপ্রাপ্ত দলই সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ত্বায়েফা মানছূরাহ)।

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, সন্দেহের ফিৎনা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার কারণ হ'ল মুসলমানদের বিভক্তি। তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং একে অপরকে কাফের আখ্যা দিয়েছে। একমনা থাকার পর তারা বহু দল ও মতে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল ব্যতীত এ সকল দলের একটিও নাজাত পাবে না। আর তারা হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণীতে উল্লেখিত দল-

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَي ذَلِكَ...

'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে...'।[৮৪]

আল্লামা ছান'আনী মুক্তিপ্রাপ্ত দল নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, তারা হ'লেন নিম্নের হাদীছে বর্ণিত দল, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের

---

৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/১৪৯২; যিলালুল জান্নাহ হা/৬৩।

৮৪. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; কাশফুল কুরবাহ পৃঃ ১৬।

উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে'।[৮৫]

শায়খ হাফেয ইবনু আহমাদ হাকামী (রহঃ)-এর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিষয়ে একটি কিতাব আছে। তিনি যার নামকরণ করেছেন- 'আ'লামুস সুন্নাতিল মানশূরাহ ফী ই'তিকাদিত ত্বায়েফাতিন নাজিয়াহ আল-মানছূরাহ' (أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة)। গ্রন্থটির শিরোনাম প্রমাণ করে যে, তার নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটিই। কারণ তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্ত দু'টি গুণ একটি দলের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিম্নের বাণী দ্বারা কোন দল উদ্দেশ্য করেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল বিজয়ী থাকবে'?[৮৬] জবাবে তিনি বলেন, এই দলটি হ'ল সে তিয়াত্তর দলের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল, যাকে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিম্নের বাণী দ্বারা আলাদা করেছেন, كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ 'একটি দল ব্যতীত তার সবগুলো জাহান্নামে যাবে, আর সেটি হ'ল জামা'আত'।[৮৭]

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে উম্মতে মুহাম্মাদীর বিভক্তি সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীনকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেন,

أخبر النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيما صح عنه أنَّ اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وَأَنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان

---

৮৫. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬;তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; শারহু হাদীছে ইফতিরাকিল উম্মাহ, পৃঃ ৭৭-৮৬।

৮৬. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬।

৮৭. হাকেম হা/৪৪৩; আহমাদ হা/১৬৯৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯৩।

على مثل ما كان عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع، وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل-

'নবী করীম (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীছে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, ইহুদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারা (খ্রিষ্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত শীঘ্রই তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এই দল সমূহের মধ্যে একটি দল ব্যতীত সবগুলিই জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল যারা নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপরে থাকবে। আর এই দলটিই মুক্তিপ্রাপ্ত দল যারা দুনিয়ায় বিদ'আত থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে, সেটিই ক্বিয়ামত অবধি সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ত্বায়েফা মানছূরাহ)। যে দলটি আল্লাহ্র নির্দেশে বিজয়ী হয়ে টিকে থাকবে'।[৮৮]

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত দলের টিকে থাকার ব্যাপারে বর্ণিত দলীল সমূহ সুস্পষ্ট। আর সাহায্যপ্রাপ্ত (ত্বায়েফা মানছূরাহ) দলটি হ'ল জামা'আত। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আমাদেরকে যে জামা'আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটি যুগের পরিক্রমায় বিদ্যমান থাকবে। অতএব সেটি খুঁজে বের করা এবং সেটিকে আঁকড়ে ধরার আগ্রহ থাকা আবশ্যক। কারণ তা আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। আর তা আঁকড়ে ধরায় বহু উপকারিতা রয়েছে। পরের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৮৮. ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১/৩৮।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক করে বর্ণিত দলীল সমূহ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর যারা তা ত্যাগ করবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকা'।[৮৯] হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তোমরা মুসলমানদের জামা'আতকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[৯০] ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার সুস্পষ্ট নির্দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ মুযারে'-এর ছীগাহ আসলেও আমর (নির্দেশ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমরের ছীগাহ আবশ্যিকতার দাবী রাখে। হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাপারে ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, فِيْهِ حُجَّةٌ لِجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ فِيْ وُجُوْبِ لُزُوْمِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَرْكِ الْخُرُوْجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ 'মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং অত্যাচারী শাসকদের আনুগত্য থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে এখানে ফকীহদের জন্য দলীল রয়েছে'।[৯১] ইবনু ওমর এবং অন্যদের থেকে বর্ণিত হাদীছে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর নাহী (নিষেধ) হারাম হওয়ার দাবী রাখে।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিষেধের ব্যাপারে কুরআনের দলীলসমূহ অভিন্ন হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে ভয় করা উচিত এবং

৮৯. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০।
৯০. বুখারী হা/৩৬০৬;১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।
৯১. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১৩/৩৭।

তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না' *(আলে-ইমরান ৩/১০২)*। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) তার সনদে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে নিম্নের আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। এর অর্থ জামা'আত'।[৯২]

ইবনু কাছীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে-ইমরান ৩/১০৩)* এর আলোচনায় বলেছেন, 'তিনি তাদেরকে জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হ'তে নিষেধ করেছেন'।[৯৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ- 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ' *(আলে ইমরান ৩/১০৫-১০৬)*।

ইবনু জারীর (রহঃ) তার সনদে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পরে মতভেদে লিপ্ত রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)* সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জামা'আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হ'তে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে'।[৯৪]

ইবনু কাছীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ 'সেদিন কতগুলি মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ'

---

৯২. তাফসীর ইবনে জারীর ৩/৩০।
৯৩. ঐ ২/৭৪।
৯৪. তাফসীর ইবনে জারীর ত্বাবারী ৩/৩৯।

(আলে ইমরান ৩/১০৫) সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং বিদ'আতী ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ব্যক্তিদের মুখমণ্ডল হবে কালো'।[৯৫]

জামা'আত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে শরী'আত প্রণেতা যে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতার উপর গুরুত্বারোপ করে। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَاى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً- 'যে তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু লক্ষ্য করে, তাহ'লে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[৯৬] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে।[৯৭] আবু যার ও হারেছ আশ'আরী (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه- 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল'।[৯৮]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ عِنْدَهُ 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না'।[৯৯] ইমাম নববী (রহঃ) ছহীহ মুসলিমে এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ

৯৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৭৬।

৯৬. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।

৯৭. আহমাদ হা/৬১৬৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৮; মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৫১১; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৫৫, সনদ ছহীহ।

৯৮. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৮; হাকেম হা/৪০১; আহমাদ হা/২২৯৬১; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫; যিলালুল জান্নাহ হা/৮৯২; মিশকাত হা/১৮৫।

৯৯. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/ ৯১২৮, এ হাদীছের সনদ ছহীহ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছ ছহীহ। শু'আইব আরনাঊত বলেন, হাসান।

সমূহের অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة 'ফিৎনার আবির্ভাব ও সর্বাবস্থায় মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম' অনুচ্ছেদ।[১০০]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল তারা মনে করেন শাসকবর্গ যালেম ও পাপাচারী হ'লেও তাদের সাথে ছালাত আদায় এবং জিহাদ করা যাবে। এটি কেবল জামা'আতকে রক্ষার জন্য। এ বিষয়টি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিষিদ্ধতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইমাম আবু ইসমাঈল ছাবূনী (রহঃ) বলেন, আহলুল হাদীছগণ মনে করেন দুই ঈদ, জুম'আ সহ অন্যান্য ছালাত প্রত্যেক নেক্কার ও ফাজির (পাপাচারী) ইমামের পিছনে আদায় করাতে কোন বাধা নেই। তাদের নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও তারা জায়েয মনে করেন, যদিও তারা অত্যাচারী ও পাপাচারী হয়। তারা আরো মনে করেন যে, তাদের সংশোধন, তাওফীক প্রদান, ভাল হওয়া ও প্রজাদের মাঝে ইনছাফ কায়েমের জন্য দো'আ করা যায়।[১০১]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। অথচ সে যুলুম-অত্যাচারে প্রসিদ্ধ ছিল।[১০২]

---

১০০. শারহ ছহীহ মুসলিম ১২/২৩৬।
১০১. আক্বীদাতু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯২।
১০২. বুখারী। [হাদীছটি বুখারীর কোন নুসখাতে নেই। যদিও অনেক ওলামায়ে কেরাম বুখারীতে থাকার কথা বলেছেন। বরং বায়হাকীসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে। যেমন عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ নাফে' হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ)-কে হত্যা করার সময় ইবনু ওমর (রাঃ) মিনায় আলাদাভাবে অবস্থান নিলেন। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তার সাথে ছালাত আদায় করলেন' (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৫০৮৪; মুসনাদে শাফেঈ হা/২৩০; ইরওয়া হা/৫২৫, আলবানী (রহঃ) বলেন, হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাঁর তালখীছ গ্রন্থে বলেন, رواه البخاري في حديث 'ইমাম বুখারী একটি হাদীছে এটি বর্ণনা করেছেন'। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এটি বুখারীতে পাইনি। এর সনদ ছহীহ। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ওয়ালীদ ইবনু উক্ববাহ ইবনে আবী মু'আইত্ব-এর পিছনে ছালাত আদায় করতেন, যখন সে কূফার আমীর ছিল। অথচ সে মদ্যপান করত। একদিন সে ফজরের ছালাত চার রাক'আত পড়িয়ে বলল, আমি কি তোমাদের জন্য ছালাত বৃদ্ধি করেছি? তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাকে বললেন, আমি আজ পর্যন্ত যতদিন আপনার সাথে ছালাত আদায় করেছি, বেশি ছালাতই আদায় করেছি।[১০৩] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ওয়ালীদের জীবনীতে লিখেছেন, وقصة صلاته بالناس الصبح أربعا وهو سكران مشهورة مخرجة 'লোকদেরকে সাথে নিয়ে ওয়ালীদের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ফজরে চার রাক'আত ছালাত পড়ানোর কাহিনীটি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিত'।[১০৪]

الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَابعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ 'ছাহাবায়ে কেরাম ঐ সকল লোকদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন, যাদের পাপাচার সম্পর্কে তারা জানতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ ওয়ালীদ ইবনু উক্ববা ইবনে মু'ঈতের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন। অথচ সে মদ্যপান করত। একবার সে ফজরে চার রাকা'আত ছালাত পড়িয়েছিল। ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) তাকে মদ্যপানের কারণে বেত্রাঘাতও করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ইবনু আবী উবাইদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। অথচ সে নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল এবং ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বানকারী ছিল (মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৮১)। عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضى الله عنه وَهْوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّى لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. ওবায়দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনে খিয়ার হ'তে বর্ণিত, যখন ওছমান (রাঃ) অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি তার নিকট প্রবেশ করে বললেন, আপনি জনগণের নেতা। আর আপনার উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদেরকে একজন ফিৎনাবাজ নেতা ছালাত পড়াচ্ছে। এতে আমরা সংকোচবোধ করছি। তখন ওছমান (রাঃ) বললেন, 'মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হ'ল ছালাত। যখন লোকেরা সুন্দর করে ছালাত আদায় করবে, তখন তোমরাও তাদের সাথে সুন্দরভাবে আদায় করবে। আর যখন তারা কোন খারাপ করবে তখন তোমরা তাদের খারাপ থেকে বিরত থাকবে' (বুখারী হা/৬৯৫)।- অনুবাদক।

১০৩. ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ, পৃঃ ৩২২।

১০৪. আল-ইছাবাহ ১০/৩১৩।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপকারিতা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মুমিনের কোন নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। চাই তার কাছে নির্দেশিত কাজের উপকারিতা প্রকাশিত হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু করার এখতিয়ার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত হল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তবে কোন কাজ পালনের নির্দেশের সাথে উপকারিতাকে সম্পৃক্ত করা হ'লে তা পালন ও বাস্তবায়নে মন উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহী হয়। আদিষ্ট বিষয়ের উপকারিতা যত বেশী হয় তা পালনের প্রতি ততবেশী আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং (আমীরের) আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার ভয়াবহতা গুরুতর হওয়ার কারণে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার অনেক উপকারিতা এবং তা থেকে বের হওয়ার ভয়াবহ কুফল বর্ণিত হয়েছে। আমরা নিম্নে কিছু উপকারিতা উল্লেখ করব, যাতে মানুষের মনে জামা'আতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তা আঁকড়ে ধরার প্রতি মন আগ্রহী হয়।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতাসমূহের মধ্যে রয়েছে-যা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীতে এসেছে, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১০৫] এ হাদীছটি জামা'আতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ফায়েদা দেয়। এ হাদীছের অর্থের ব্যাপারে আবু সা'আদাত ইবনুল আছীর বলেছেন, 'অর্থাৎ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ জামা'আত আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে থাকে। আর তাদের উপর থাকে তাঁর রক্ষাকবচ। তারা কষ্ট ও ভয় থেকে অনেক দূরে থাকে। অতএব তোমরা তাদের মধ্যে অবস্থান করো'।[১০৬]

---

১০৫. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭।

১০৬. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার ৫/২৯৩।

জামা'আতের জন্য ঐ ইলাহী তত্ত্বাবধানের নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল তাকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করা। যেটি প্রত্যেক অকল্যাণ ও বিপদের কারণ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَلَةٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করেন না'।[১০৭] নিঃসন্দেহে জামা'আতকে আঁকড়ে ধারণকারী ব্যক্তি ঐ তত্ত্বাবধান ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা সমূহের মধ্যে আরো রয়েছে- আত্মার সংশোধন এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে একে পবিত্রকরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثٌ لاَ يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ- 'তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খেয়ানত করে না। (১) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা (২) মুসলমান শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) তাদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হতে) রক্ষা করে'।[১০৮]

ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تُسْتَصْلَح بها القلوبُ فمن تَمسَّك بها طَهُر قَلْبُه من الخِيانة والدَّغَل والشَّر 'এর অর্থ হ'ল- এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আত্মা সংশোধিত হয়। যে ব্যক্তি এগুলিকে আঁকড়ে ধরবে তার হৃদয় খিয়ানত, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনিষ্টতা থেকে পবিত্র হবে'।[১০৯] ইবনুল ক্বাইয়ূম (রহঃ) বলেন, اَيْ لاَ يَحْمِلُ الغِلَّ ولا يبقي فيه مع هذه الثلاثة، فانها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه- 'অর্থাৎ এই

---

১০৭. তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭।

১০৮. আহমাদ হা/২১৬৩০; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ইবনু হিব্বান হা/৬৮০; হাকেম হা/২৯৪; দারেমী হা/২২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৩; ছহীহ তারগীব হা/০৪; ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।

১০৯. আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার ৩/৩৮১।

তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না এবং এটি তাতে অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এগুলো হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, হৃদয়ের পচন এবং ক্রোধ দূর করে'।[১১০]

জামা'আত আঁকড়ে ধরার আরেকটি উপকারিতা হ'ল- জামা'আতবদ্ধ মানুষের দো'আর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ 'কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হতে) রক্ষা করে'।[১১১] ইবনুল আছীর (রহঃ) হাদীছের এ অংশের অর্থ সম্পর্কে বলেন, أي تُحْدق بهم من جميع جوانِبِهم 'অর্থাৎ তাদের দো'আ তাদেরকে তাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে'।[১১২]

আমাদের শিক্ষক শায়খ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ বলেন, 'এই বাক্যটি তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের পরে (অর্থাৎ মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা) উল্লেখ করা হয়েছে ঐ উপকারিতা বর্ণনা করার জন্য, যেটি জামা'আতকে আঁকড়ে ধারণকারী ব্যক্তি লাভ করে। আর সেটি হ'ল তার জন্য তাদের দো'আয় একটা অংশ রয়েছে। মর্মার্থ হ'ল, মুসলমানদের দো'আ তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে। অতএব যে ব্যক্তি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কৃত দো'আয় তার একটি অংশ থাকবে'।[১১৩]

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হ'ল আল্লাহর রহমত লাভ করা, যা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন রহমত স্বরূপ'।[১১৪] যাকে সারগর্ভ বাণী ও বক্তব্যে অগ্রগামিতা দান করা হয়েছে তিনি [অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)] জামা'আতকে স্বয়ং রহমত বলেছেন। জামা'আতের সাথে ওৎপ্রোতভাবে রহমত যুক্ত থাকার কথা বর্ণনা করার জন্যই তিনি এটা উল্লেখ করেছেন। কেননা রহমত সর্বাবস্থায় জামা'আতের সাথে যুক্ত থাকে। অবশেষে তাকে

১১০. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, পৃঃ ৭৯।
১১১. ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।
১১২. আন-নিহায়াহ ৩/৩৮১, ১/৪৬১।
১১৩. দিরাসাতু হাদীছ নাযযারাল্লাহু, পৃঃ ১৯৫।
১১৪. ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯।

‘জান্নাতুন নাঈমে’ পৌঁছে দেয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ ‘যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় তার জন্য আবশ্যক হ’ল জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা’।[১১৫]

আল্লাহ্র রহমত যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভের কারণ। সেটি কোন জিনিসের সাথে সামান্য পরিমাণ মিশ্রিত হ’লে তাকে বৃদ্ধি করে দেয়, কঠিন হ’লে সহজ করে দেয়, বিপদ হ’লে দূর করে দেয় এবং জটিলতা আসলে নিরসন করে দেয়। পক্ষান্তরে কারো কাছ থেকে রহমত ছিনিয়ে নেওয়া হ’লে তা তার জন্য প্রতিশোধ ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি (রহমত) একমাত্র আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ‘আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই’ *(ফাতির ৩৫/২)*। আর জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রহমত থেকে বের করে আযাবের দিকে নিয়ে যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ‘জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাস রহমত স্বরূপ এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস আযাব স্বরূপ’।[১১৬] অতএব জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে শাস্তি আবশ্যক হওয়া জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাসের কারণে রহমত আবশ্যক হওয়ার মতোই। হাদীছে বর্ণিত দু’টি বিপরীত জিনিস (রহমত ও আযাব) থেকে এটাই বুঝা যায়। আবার কখনো কখনো জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া শেষ পরিণাম খারাপ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. ‘যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে

---

১১৫. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০; আবু ইয়া‘লা হা/১৪৩।

১১৬. ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১০৯; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩; শু‘আবুল ঈমান হা/৯১১৯।

গেল এবং জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল’।[১১৭] তিনি আরো বলেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল’।[১১৮] অনুরূপভাবে রহমত জামা‘আতকে আঁকড়ে ধারণকারীকে জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়, তেমনিভাবে আযাব জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করেন না। আর জামা‘আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি (জামা‘আত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে গেল’।[১১৯]

পূর্বের দলীলসমূহে বর্ণিত এ সকল বিষয়ের কারণে জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা, নেতার কথা শুনা ও তার আনুগত্য করার ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে তারা সর্বদা সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ঐ দলীলগুলো সম্পর্কে যাদের জ্ঞান অল্প এবং যারা জামা‘আতের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকার কারণে কষ্টে পড়েছেন তাদের বিষয়ে বলেছেন, وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ ‘তোমরা জামা‘আতের মধ্যে যা অপসন্দ করো, তা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পসন্দনীয় বিষয়ের চেয়ে উত্তম’।[১২০]

---

১১৭. মুসলিম হা/১৮৪৮; আহমাদ হা/৭৯৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৮; ছহীহাহ হা/৯৮৩; নাসাঈ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/৩৬৬৯।

১১৮. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৮; হাকেম হা/৪০১; আহমাদ হা/২২৯৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪১০; ছহীহ তারগীব হা/০৫; মিশকাত হা/১৮৫।

১১৯. তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১৮৪৮।

১২০. হাদীছটির পূর্ণরূপ হ’ল- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، ‘হে মানবমণ্ডলী! আপনাদের উপর আবশ্যক হ’ল নেতার আনুগত্য করা এবং জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাস করা। কেননা এটি আল্লাহর সেই রজ্জু, যা আঁকড়ে ধরতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন...। (হাকেম হা/৮৬৬৩; সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/৫৭; মু‘জামুল কাবীর হা/৮৯৭১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৯১২৬।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللهِ فَاعْتَصِمُوا ... مِنْهُ بِعُرْوَتِهِ الْوُثْقَى لِمَنْ دَانَا

كَمْ يَدْفَعُ اللهُ بِالسُّلْطَانِ مُعْضِلَةً ... عَنْ دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا

لَوْلَا الْأَئِمَّةُ لَمْ تَأْمَنْ لَنَا سُبُلٌ ... وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا

'নিশ্চয় জামা'আত আল্লাহ্‌র রজ্জু। অতএব তোমরা সেই মযবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক সমস্যা বাদশার (সুলতানের) মাধ্যমে দূর করেছেন। নেতৃবৃন্দ না থাকলে আমাদের জন্য চলার পথ নিরাপদ হ'ত না। আর আমাদের মধ্যে দুর্বলেরা সবলদের লুণ্ঠিত সম্পদে পরিণত হ'ত'।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লোকদের জন্য নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং তা ব্যতীত দ্বীন ও দুনিয়ার অস্তিত্বহীনতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কিছু দলীল উল্লেখ করার পর বলেছেন, বলা হয়ে থাকে- سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ 'নেতাবিহীন একরাতের চেয়ে ষাট বছর অত্যাচারী শাসকের অধীনে থাকা অধিক কল্যাণকর'।[১২১] অতঃপর তিনি বলেন, অভিজ্ঞতায় এটি প্রমাণিত। লেখক বলেন, শায়খুল ইসলাম (রহঃ) সত্যই বলেছেন। এর প্রমাণ বর্তমানে সোমালিয়া ও ইরাকের অবস্থা।[১২২] এ দেশ দু'টিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃংখলা ছিল চরম যুলুম ও পাপাচারে ভরপুর। কিন্তু সরকার পতনের পর সেখানে রক্তপাত, সম্মানহানি, ধর্ষণ এবং ঘর-বাড়ি ধ্বংসের যে অবস্থায় পৌঁছেছে, তা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী খারাপ। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এজন্য ফুযাইল ইবনু ইয়ায, আহমাদ ইবনু হাম্বল প্রমুখ পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ বলতেন, لَوْ كَانَ لَنَا

১২১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩৯১।

১২২. বর্তমানে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, তিউনিসিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে যে সংঘাত চলছে সেটা নেতার আনুগত্য না করা এবং জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস না করার জ্বলন্ত প্রমাণ। তারা যদি বিদ্রোহ না করে জামা'আতবদ্ধবাবে বসবাস করত এবং ধৈর্য ধারণ করে নেতার আনুগত্য করত, তাহলে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুহারা এবং হাযার হাযার নিরাপরাধ মানুষকে হত্যার শিকার হতে হত না।-অনুবাদক।

دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ 'যদি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় কোন দো'আ থাকত, তাহ'লে তা দ্বারা আমরা শাসকের জন্য দো'আ করতাম'।[১২৩] উদ্দেশ্য হ'ল শাসকের জন্য কল্যাণ কামনা, তাদের সংশোধনের জন্য দো'আ করা এবং তাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। বারবাহারী (রহঃ) বলেন, وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 'তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে শাসকের জন্য বদদো'আ করতে দেখবে তখন মনে করবে যে, সে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী। আর যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে শাসকের কল্যাণের জন্য দো'আ করতে দেখবে তখন জানবে যে, ইনশাআল্লাহ সে সুন্নাতের অনুসারী'।

অতঃপর ফুযাইল ইবনু ইয়ায থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. 'যদি আমার জন্য (আল্লাহ্‌র নিকটে) কোন গ্রহণীয় দো'আ থাকত তাহ'লে সেটা আমি কেবল শাসকের জন্যই করতাম'। তাকে বলা হ'ল, হে আবু আলী! আপনি এটা ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন আমি এটা মনে মনে করব তখন তুমি আমাকে হুমকি দিবে না। আর যখন এটা শাসকের জন্য নির্ধারণ করব, তখন তার সংশোধনের ফলে দেশ ও জাতি সংশোধিত হবে। এজন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তাদের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য দো'আ করি। তাদের উপর বদদো'আ করার জন্য আমরা আদিষ্ট হইনি। যদিও তারা যুলুম ও অত্যাচার করে। কারণ তাদের যুলুম ও অত্যাচার তাদের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু তাদের সংশোধন তাদের নিজেদের এবং মুসলমানদের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে।[১২৪]

---

১২৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩৯১।
১২৪. বারবাহারী, শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১১৬।

যুলুম-অত্যাচার ও পাপাচার সংঘটন জামা'আত থেকে বের হওয়ার বৈধতা প্রদান করে না

পূর্বে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও বের হয়ে যাওয়ার নিষিদ্ধতার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। পূর্বে বর্ণিত দলীল সমূহে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা এবং তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে মুমিনদের জন্য পরিতৃপ্তি রয়েছে। জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব বেশী হওয়ার কারণে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়াবহতার কারণে নবী (ছাঃ) এ বিষয়ে তাকীদ দিয়েছেন। যেটি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে এবং আনুগত্য ছিন্ন করাকে বৈধতা দানের জন্য শয়তানের কুমন্ত্রণা দেয়ার পথকে বন্ধ করে দেয়। অতএব কোন ব্যক্তির জীবন বা সম্পদের উপর যুলুম ও সীমালংঘন করা হ'লে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার জীবন বা সম্পদ রক্ষার অধিকার রয়েছে। যদিও তা লড়াইয়ের দিকে ধাবিত করে। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِى قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِى قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِى قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: هُوَ فِى النَّارِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি একজন লোক এসে আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চায় তাহ'লে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিবে না। সে বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহ'লে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, তুমি তার সাথে লড়াই করবে। সে বলল, সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলে, তাহ'লে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি শহীদ হবে। সে বলল, আমি যদি তাকে হত্যা করি তাহ'লে কী হবে? তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে।[১২৫]

---

১২৫. মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩।

মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহে সাঈদ বিন যায়েদ থেকে ছহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 'যে মুসলমান (১) তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (২) যে তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (৩) যে তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ এবং (৪) যে তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ'।[১২৬]

তবে এ ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন হবে যখন ব্যক্তির উপর শাসকের পক্ষ থেকে সীমালংঘন হবে। কেননা এ অবস্থায় শরী'আত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন বা সম্পদ রক্ষার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা প্রদান করে না। বরং শরী'আত তাকে ধৈর্য ধারণ ও নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেয়। এটা কেবল জামা'আত রক্ষা ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য।

ছহীহ মুসলিমে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে-

قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ-

'আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত অনুযায়ী চলবে না এবং আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের হৃদয়গুলো হবে মানুষের দেহে শয়তানের অন্তর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি সেই

১২৬. আহমাদ হা/১৬৫২; তিরমিযী হা/১৪২১; ইরওয়া হা/৭০৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৫; মিশকাত হা/৩৫২৯ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কি করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে'।[১২৭]

ছহীহায়েন তথা বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন-

إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ-

'অচিরেই আমার মৃত্যুর পরে স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে অবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাদের হক্ব তাদেরকে দাও এবং আল্লাহ্র কাছে তোমাদের হক চাও'।[১২৮] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, سَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ 'তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি ইনছাফ করার জন্য তাদের প্রতি ইলহাম করবেন অথবা তিনি তাদের পরিবর্তে তোমাদের উত্তম নেতৃত্ব প্রদান করবেন'।[১২৯]

ছহীহ মুসলিমেও ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِىُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

'সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত

---

১২৭. মুসলিম হা/১৮৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।
১২৮. বুখারী হা/৩৬০৩,৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২।
১২৯. ফাতহুল বারী ১৩/৮।

হয় যারা তাদের হক আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি উত্তরে বললেন, তোমরা তাদের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে এবং তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে'।[১৩০]

অনুরূপভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির (আল্লাহ্র) অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে কখনো কখনো শয়তান এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অতি উৎসুক ব্যক্তিদের এমন কিছু কাজে জড়িত হওয়ার পথ করে দেয়, যা আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করা ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে ধাবিত করে। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন। তিনি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত (রাষ্ট্রে) ছালাত কায়েম থাকবে এবং প্রকাশ্য কুফরী সংঘটিত না হবে। ছহীহ মুসলিমে আওফ বিন মালেক আশজাঈ হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন,

وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

'তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন সময় আমরা কি তাদেরকে প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসকের পক্ষ থেকে

১৩০. মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৭১৭৬; মিশকাত হা/৩৬৭৩।

আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ হ'তে দেখে, তখন সে যেন ঐ ব্যক্তির আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়'।[১৩১]

ছহীহ মুসলিমে উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ مَا صَلَّوْا-

'অচিরেই তোমাদের উপর এমন কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে, যাদের কিছু ভাল কাজের কারণে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কিছু খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে অপসন্দ করবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজকে ঘৃণা করল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করল সে নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল)। তারা বললেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত কায়েম করবে'।[১৩২]

ইমাম নববী (রহঃ) পূর্বোক্ত হুযায়ফা বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতা নিহিত রয়েছে, যদিও সে অন্যায় করে এবং সম্পদ কেড়ে নেয় বা এ জাতীয় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অতএব আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ব্যতীত (সকল ক্ষেত্রে) তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যে সকল বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন তাঁর মু'জিযা হিসাবে সবগুলো সংঘটিত হয়েছে।[১৩৩] তিনি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ছাহাবীর বাণী أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ 'আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব

---

১৩১. মুসলিম হা/১৮৫৫; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৮; মিশকাত হা/৩৩৭০।
১৩২. মুসলিম হা/১৮৫৪; আহমাদ হা/২৬৫৭১; ছহীহাহ হা/৩০০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬১৮; মিশকাত হা/৩৬৭১।
১৩৩. নববী, শারহু ছহীহ মুসলিম ৪/২৩৭।

না?' তিনি বললেন, لاَ مَا صَلَّوْا 'না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে'। এতে এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে বিধান রয়েছে যে, কেবল যুলুম ও অন্যায়ের কারণে খলীফাগণের আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোন মূল ভিত্তির কোন কিছু পরিবর্তন করে।[১৩৪]

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

دَعَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَ أَلاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ–

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। তিনি (ওবাদা) বলেন, আমরা যে সকল বিষয়ে তাঁর কাছে বায়'আত করেছিলাম সেগুলো হ'ল- আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে-অপসন্দে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী না দেখবে (ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার আনুগত্য করতে থাকবে), যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ রয়েছে'।[১৩৫] খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, كُفْرٌ بَوَاحٌ: أى ظاهرا باديا 'সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী'।[১৩৬] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ 'তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে' এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ কুরআনের আয়াত এবং ছহীহ হাদীছের এমন প্রমাণ থাকা যা অন্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। আর এর দাবী হ'ল যতক্ষণ তাদের কাজের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।[১৩৭]

---

১৩৪. শারহু ছহীহ মুসলিম ৪/১২/২৩৭; ফাতহুল বারী ১৩/১০।
১৩৫. বুখারী হা/৭০৫৫,৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯; ছহীহাহ হা/৩৪১৮; ইরওয়া হা/২৪৫৭; ছহীহ তারগীব হা/২৩০৩; মিশকাত হা/৩৬৬৬।
১৩৬. ফাতহুল বারী ১৩/১০।
১৩৭. ঐ ১৩/১০।

Contents

নেতার আনুগত্য করা ওয়াজিব, লোকেরা সরাসরি তার বায়'আত গ্রহণ করুক বা না করুক

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وَمَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَمُنَاصَحَتِهِمْ وَاجِبٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَاهِدْهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَهُمُ الْأَيْمَانَ الْمُؤَكَّدَةَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَحَجُّ الْبَيْتِ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ الطَّاعَةِ...؛ إلَي أَنْ قَالَ: وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ فَلَا يُرَخِّصُونَ لِأَحَدٍ فِيمَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَغِشِّهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ كَمَا قَدْ عُرِفَ مِنْ عَادَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمِنْ سِيرَةِ غَيْرِهِمْ —

'আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমীরের আনুগত্য করা এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যেক মানুষের জন্য পালন করা আবশ্যক। যদিও তিনি তাদের বায়'আত এবং দৃঢ় শপথ না নেন। যেমন তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য সকল বিষয়ে আনুগত্য করা আবশ্যক...। এমনকি তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন সে বিষয়ে আলেম-ওলামা কোনভাবেই কাউকে সেটা করার অনুমতি দেননি। যেমন আমীরের অবাধ্য হওয়া, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। যেমনটি আধুনিক-প্রাচীন সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণের আচার-আচরণ এবং অন্যদের জীবন চরিত থেকে জানা যায়'।[১৩৮]

অনুরূপভাবে আমীর যাদেরকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করবেন জামা'আত রক্ষা করা এবং বিভক্তি ও মতপার্থক্য দূরীকরণের জন্য তাদের সকলের কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক।

---

১৩৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/৯-১২।

আক্বীদা ত্বাহাবিয়াহ-এর ব্যাখ্যাকারক আল্লামা ইবনু আবিল ইয (রহঃ) বলেন, 'কুরআন ও হাদীছের দলীল সমূহ এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র সালাফে ছালেহীনের ঐক্যমত প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদের স্থান সমূহে শাসক, ছালাতের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের সেনাপতি ও ছাদাক্বা সংগ্রহকারীর আনুগত্য করতে হবে। তবে ইজতিহাদী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তার অনুসারীদের আনুগত্য করা আমীরের জন্য আবশ্যক নয়। বরং তাদের (অনুসারীদের) উপর তার আনুগত্য করা এবং তার মতের বিপরীতে তাদের মত পরিহার করা আবশ্যক। কেননা জামা'আতের কল্যাণ, ঐক্য এবং দলাদলি ও মতপার্থক্যের ফিৎনা আংশিক মাসআলা-মাসায়েল অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।[১৩৯]

অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করা জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতাকে নাকচ করে না

পূর্বের আলোচনায় বর্ণিত দলীলসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, (নেতার মধ্যে) পাপ ও অন্যায় কাজ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলিম ব্যক্তির উপর জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, নেতার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। যতক্ষণ তিনি ছালাত কায়েম করেন এবং তার দ্বারা প্রকাশ্য কুফরী সংঘটিত না হয়, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে এর মানে অন্যায়ের স্বীকৃতি দান এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকা নয়। কারণ অন্যায়কে ঘৃণা করাও আবশ্যক। যিনি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক করেছেন তিনিই অন্যায়কে ঘৃণা করা আবশ্যক করেছেন। আর এর আবশ্যকতার দলীল কুরআন মাজীদ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছে রয়েছে। কুরআন মাজীদের দলীল হ'ল- আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- 'তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

---

১৩৯. শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৪২৪।

আর হাদীছ থেকে দলীল হ'ল- আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় হ'তে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। তাতে সক্ষম না হ'লে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হ'লে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[১৪০]

উক্ত আয়াত ও হাদীছের নির্দেশ আবশ্যকতার (الوجوب) দাবী রাখে। অতঃপর যে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটি সত্যের অনুগামী। আর সত্যের অনুসরণ বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে অস্বীকার করার দাবী রাখে। এটি ঐ জামা'আত যার মধ্যে উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। উত্তম গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল- সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।[১৪১] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ

---

১৪০. মুসলিম হা/৪৯, মিশকাত হা/৫১৩৭।

১৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। এক পর্যায়ে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি যখন অন্যায় কাজ হ'তে দেখেছিলে তখন তোমাকে তা প্রতিহত করতে কিসে বারণ করেছিল? (সে জবাবদানে ব্যর্থ হ'লে) আল্লাহ তা'আলা তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার রহমতের আশা করেছিলাম এবং মানুষের ভয়ে তা ত্যাগ করেছিলাম' (ইবনু মাজাহ হা/৪০১৭/; আহমাদ হা/১১২৩০; ছহীহুল জামে' হা/১৮১৮; ইবনু হিব্বান হা/৭৩৪৮)।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَعِيد: وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَسْمَعْهُ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! মানুষের ভয় তোমাদের কাউকে যেন সত্য কথা বলতে বাধা না দেয়, যখন সে অন্যায় দেখবে, প্রত্যক্ষ করবে বা শ্রবণ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, যদি এ হাদীছটি না শুনতাম (তাহ'লে ভাল হ'ত)'! (আহমাদ হা/১১০৩০; ইবনু মাজাহ হা/৪০০৭; ছহীহ তারগীব হা/২৭৫১; ছহীহাহ হা/১৬৮)।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা না দিলে আল্লাহ দো'আ কবুল করবেন না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ 'এমন সময় আসার পূর্বেই তোমরা সৎকাজের আদেশ প্রদান কর এবং অসৎ কাজে থেকে নিষেধ করো, যখন তোমরা দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ– 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অনুরূপভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ জামা'আতের বিজয় লাভ ও টিকে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ– الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ–

'আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাকে সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে' *(হজ্জ ২২/৪০-৪১)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إِنَّمَا نُصِّبَ لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَهَذَا هُوَ مَقْصُوْدُ الْوِلَايَةِ... يُوَضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّ صَلَاحَ الْعِبَادِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؛ فَإِنَّ صَلَاحَ الْمَعَاشِ وَالْعِبَادِ فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ...

'নেতাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব এজন্য দেওয়া হয় যে, যাতে তিনি সৎ কাজের আদেশ করেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আর এটিই নেতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য...। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মধ্যে

হবে না' (ইবনু মাজাহ হা/৪০০৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮; ছহীহ তারগীব হা/২৩২৫)। তিনি আরো বলেন, إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِى الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا، كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا 'যখন পৃথিবীতে কোন পাপকাজ সংঘটিত হবে আর সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি সে কাজকে অপসন্দ করবে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে তা ঘৃণা করবে), তাহ'লে সে অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্যায়। আর যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থেকে সে কাজকে সমর্থন করবে সে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায়' (আবূদাঊদ হা/৪৩৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৩২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৫১৪১।-অনুবাদক।

বান্দার কল্যাণ নিহিত থাকা এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই জীবন-জীবিকা ও বান্দার কল্যাণ রয়েছে। আর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ছাড়া এটি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না...'।[১৪২]

যখন খারাপ কাজসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা জামা'আতের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তখন মানুষের মধ্যে অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী ব্যক্তি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার অধিক হকদার। কিন্তু যে প্রত্যাখ্যানের এত গুরুত্ব সেটা হ'ল শারঈ নিয়ম-নীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে এবং সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রত্যাখ্যান করা। আর নবী (ছাঃ) অন্যায়কে পরিবর্তন করাকে সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এবং এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যক্তির ক্ষমতা অনুপাতে তার স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীছে এসেছে।

নবী (ছাঃ) ক্ষমতা থাকলে খারাপ কাজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তার থেকে বড় বা তার সমপর্যায়ের ফিৎনার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকতে হবে। এটি যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সে পরের স্তরে ফিরে যাবে। আর সেটি হ'ল- পূর্বের শর্ত সাপেক্ষে যবান দ্বারা প্রতিবাদ করা। যদি এটিও সম্ভব না হয়, তাহ'লে সে তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরে ফিরে যাবে। আর তা হ'ল- অন্তর থেকে ঘৃণা করা। আর এটি খারাপ কাজকে ঘৃণা করা এবং সক্ষম হ'লে তা পরিবর্তনের নিয়ত রাখা। অন্তরের কর্মই (ঘৃণা করা) দায়ভার ও পাপবোধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) অন্তর দিয়ে ঘৃণা করাকে 'তাগয়ীর' বা পরিবর্তন বলেছেন। যখন অপকর্মসমূহ এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। তখন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করার প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা হয় যে, প্রত্যাখ্যানকারী প্রত্যাখ্যান করার সময় ফিৎনা ও নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এজন্য নেতার আনুগত্য ও আদেশ শ্রবণের নির্দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এ ধরনের প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা এসেছে। আওফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

১৪২. আস-সিয়াসিয়াতুশ শারঈয়্যাহ; মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩০৬।

أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

‘সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসকের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ হ’তে দেখে, তখন সে যেন তার আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই যেন আনুগত্যের হাত গুটিয়ে না নেয়’।[১৪৩] উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ- ‘অচিরেই তোমাদের উপর এমন কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে, যাদের কিছু ভাল কাজের কারণে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কিছু খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে অপসন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজকে ঘৃণা করল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতিবাদ করল সে নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ’ল)’।[১৪৪]

ইমাম নববী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এর অর্থ হ’ল যে ব্যক্তি খারাপ কাজকে ঘৃণা করল, সে তার গুনাহ ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেল। এটি সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে হাত এবং যবান দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। সে যেন মন থেকে তা ঘৃণা করে এবং দায়মুক্ত হয়ে যায়...। لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ (কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি খুশি হ’ল এবং তাদের অনুসরণ করল) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং তাদের অনুসরণ করল, তার জন্য গুনাহ এবং শাস্তি অবধারিত। এখানে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ সমূহ অপসারণ করতে অপারগ হ’ল তার কেবল নীরবতা পালনে কোন গুনাহ না হওয়ার দলীল রয়েছে। তবে অন্যায়ের প্রতি খুশি থাকা, অন্তরে ঘৃণা না করা বা তার অনুসরণ করাতে গুনাহ রয়েছে।[১৪৫] অতএব অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে এটিই আল্লাহ্র

---

১৪৩. মুসলিম হা/১৮৫৫; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৫৮; মিশকাত হা/৩৩৭০।

১৪৪. মুসলিম হা/১৮৫৪; আহমাদ হা/২৬৫৭১; ছহীহাহ হা/৩০০৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬১৮; মিশকাত হা/৩৬৭১।

১৪৫. মুসলিম হা/১৮৫৪-এর ব্যাখ্যা, শারহ ছহীহ মুসলিম ৪/১২/২৪৩।

রাসূল (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা। আর আল্লাহ্র হুরমত রক্ষার ব্যাপারে তাঁর থেকে অধিক আগ্রহী কেউ নেই। তবে শক্তি প্রয়োগ বা যবান দ্বারা যে প্রতিবাদ করার সাথে ফিৎনা বা অনিষ্টের আশংকা রয়েছে, সেটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের বিপরীত প্রত্যাখ্যান এবং বিদ'আতীদের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) প্রতিবাদের স্তরসমূহ বর্ণনা করার পর বলেন, 'এ ব্যাপারে দু'দল লোক ভুল করে থাকে। **একদল লোক** নিম্নের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তাদের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের যে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব রয়েছে তা ত্যাগ করে। যেমন আবুবকর (রাঃ) তাঁর খুৎবায় বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করে থাক- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক তাহ'লে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*। অথচ তোমরা একে অপাত্রে রাখ। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ– 'লোকেরা যখন অসৎকাজ হ'তে দেখবে অথচ তা পরিবর্তন করবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা অতিসত্বর তাদের সকলের উপর ব্যাপক শাস্তি আরোপ করবেন'।[১৪৬]

দ্বিতীয় দল : এরা বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং সামর্থ্য ও অক্ষমতার কথা চিন্তা না করেই সাধারণভাবে শক্তি প্রয়োগ বা বক্তব্যের মাধ্যমে আদেশ করতে চায়...। অতঃপর নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী ধারণা করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। অথচ সে তাঁর সীমা অতিক্রমকারী। যেমন খারেজী, মু'তাযিলা, রাফেযী প্রভৃতি বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিপূজারী বহু দল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধে নিজেকে নিয়োজিত করে। এরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, জিহাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভুল পথে পরিচালিত হয়। উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতি অনেক বেশী। এজন্য মহানবী (ছাঃ) নেতাদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যতক্ষণ তারা

১৪৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; আহমাদ হা/০১; তিরমিযী হা/৩০৫৭; ছহীহাহ হা/১৫৬৪; মিশকাত হা/৫১৪২।

ছালাত কায়েম করে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ ‘তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদের কাছে পৌঁছে দিবে আর তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করবে’।[১৪৭] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) আরো বলেন,

وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ وَتَرْكُ قِتَالِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكُ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ كَالْمُعْتَزِلَةِ فَيَرَوْنَ الْقِتَالَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ أُصُوْلِ دِيْنِهِمْ–

‘এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি হ’ল-জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা, নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিহার করা এবং ফিৎনার সময় যুদ্ধ পরিত্যাগ করা। পক্ষান্তরে মু‘তাযিলাদের মত প্রবৃত্তিপূজারীরা নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তাদের দ্বীনের মূলনীতি মনে করে’।[১৪৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن النبي صلّى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.

‘নবী করীম (ছাঃ) খারাপ কাজ প্রত্যাখ্যান করাকে তাঁর উম্মতের জন্য আবশ্যকীয় বিধান রূপে নির্ধারণ করেছেন, যাতে সেটা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এমন ভালো কাজ অর্জিত হয় যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) পসন্দ করেন। তবে যখন খারাপ কাজ প্রত্যাখ্যান করা তার থেকে খারাপ ও মন্দ কাজকে আবশ্যক করে দেয় এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে

---

১৪৭. বুখারী হা/৭০৫২; তিরমিযী হা/২১৯০; মিশকাত হা/৩৬৭২।
১৪৮. রিসালাতুল আমর বিল মা‘রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, পৃঃ ৩৯-৪০; মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/১২৮।

অপসন্দনীয় হয়, তখন সেই খারাপ কাজকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হবে না। যদিও আল্লাহ তা'আলা একে ঘৃণা করেন এবং এর সম্পাদনকারীকে অপসন্দ করেন। আর এটি রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাধ্যমে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার মতো। কেননা শেষ যামানা অবধি এটি সকল অনিষ্ট ও ফিৎনার মূল ভিত্তি'। তিনি আরো বলেন, 'প্রথম ওয়াক্ত থেকে দেরীতে ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী নেতাদের বিরুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম যখন যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন, أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ 'আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না'? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ، مَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ 'না, যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে'।[১৪৯]

তিনি আরো বলেন, مَنْ رَاى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا عَنْ طَاعَةٍ- 'যে তার আমীরের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং অবশ্যই আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না'।[১৫০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে ছোট-বড় যত ফিৎনা সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করবে, সে এই মূলনীতির লঙ্ঘন এবং খারাপ কাজ দেখে ধৈর্য ধারণ না করার বিষয়টি দেখতে পাবে। আর এর অপসারণ চাইতে গিয়ে তার থেকে বড় ফিৎনার জন্ম হয়। রাসূল (ছাঃ) মক্কায় বড় বড় খারাপ কাজসমূহ প্রত্যক্ষ করতেন। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন মক্কা বিজয় দান করলেন এবং সেটি ইসলামের আবাসস্থলে পরিণত হ'ল, তখন তিনি বায়তুল্লাহ পরিবর্তনের এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এর চেয়ে বড় ফিৎনা সংঘটিত হওয়ার আশংকায় এ কাজ থেকে তিনি বিরত থাকলেন। কারণ কুরাইশদের নতুন ইসলাম গ্রহণ এবং সদ্য কুফরী থেকে বের হয়ে আসায় তারা তা সহ্য করতে পারত না'।[১৫১]

---

১৪৯. মুসলিম হা/১৮৫৪।
১৫০. মুসলিম হা/১৮৫৫; দারেমী হা/২৭৯৭; ছহীহাহ হা/৯০৭।
১৫১. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/২।

উপসংহার

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যাঁর রহমতের মাধ্যমে বক্ষ সমূহ উন্মুক্ত হয় এবং কর্মসমূহ সহজ হয়। এই গবেষণাকর্ম সমাপ্তকরণে সাহায্য ও সহজতার জন্য আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। অতঃপর আলোচনা দু'টি অধ্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম অধ্যায়কে শুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক থেকে জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছের সংখ্যা বিশটি, হাসান ছয়টি এবং যঈফ মাত্র চারটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এতগুলো ছহীহ ও হাসান হাদীছ জামা'আতের ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ)-এর গুরুত্বারোপের প্রতি নির্দেশ করে। সাথে সাথে এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এবং আলেম-ওলামার গুরুত্ব প্রদানের কথাও প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা ঐ হাদীছসমূহ মুখস্থ ও সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের পরবর্তীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অধ্যায়কে উক্ত হাদীছসমূহকে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলেম-ওলামার বক্তব্য পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে, এগুলো পূর্ববর্তী দৃষ্টিকোণ থেকে (শুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক) কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তারা ঐ সকল হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাতে বর্ণিত বিধি-বিধান সাব্যস্তকরণে তার পূর্ণ হক আদায় করেছেন। পূর্বের আলোচনায় জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের হাদীছসমূহে ফিকহী পর্যালোচনার সময় আমার কাছে অনেক উপকারিতা ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রতিভাত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

১. **ঐ সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত দ্বারা কুরআন ও হাদীছের অনুসারী গোষ্ঠী এবং একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী উদ্দেশ্য, যিনি তাদেরকে শরী'আত অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।**

২. পূর্ববর্তী অর্থে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জামা'আত বিদ্যমান থাকবে।

৩. জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া হারাম।

৪. দুনিয়া ও আখেরাতে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা অনেক এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কুফলও ভয়াবহ।

৫. শাসকদের পক্ষ থেকে যুলুম-অত্যাচারের শিকার হওয়া জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বৈধতা প্রদান করে না।

৬. শারঈ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী অন্যায় কাজ প্রত্যাখ্যান করা জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার পরিপন্থী নয়।

এছাড়াও এই গবেষণাকর্মটি অনেক ফলাফল ও অন্যান্য বহু উপকারিতাকে শামিল করেছে, যা পাঠকগণ এই আলোচনার মধ্যে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই গবেষণা দ্বারা উপকৃত করেন আমাদেরকে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেন। তিনিই উত্তম প্রার্থনা কবুলকারী।

وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

*****

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**